বৈশাখ এবং প্রতাপান্বিত গ্রীষ্ম ২ ❖ পৃষ্ঠা

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ প্রতি মাসের ১৪ তারিখ প্রকাশিত হয়

sompriti.pabna@gmail.com

sompriti.pabna

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

তৃতীয় বর্ষ ● সংখ্যা ৫ ● ১ বৈশাখ ১৪৩৩ ● ঢাকা মঙ্গলবার ● ১৪ এপ্রিল ২০২৬ ● ২৫ শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরি ● পৃষ্ঠা ১২ ● ১০ টাকা

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩

এসো হে বৈশাখ এসো এসো

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

আজ শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩, পহেলা বৈশাখ। রঙিন পোশাক, গান, বৈশাখী শোভাযাত্রা, গ্রামীণ উৎসবে মেতে ওঠার দিন আজ। এইসঙ্গে নতুন অঙ্গীকারে স্বপ্নবান হওয়ার দিনও। রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথায়, 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো/ তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে/ বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক/.... মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/ অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা..।' তাই আজ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির আত্মপরিচয়কে উৎসবের মধ্যদিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার দিন। স্বাভাবিকভাবেই গোটা জাতি আজ বাংলা নববর্ষের এই দিনটিকে সাড়ম্বরে উদযাপন করবে।

রাজধানীর রমনা বটমূলে ভোর বেলায় ছায়ানটের শিল্পীদের 'এসো হে বৈশাখ' গানের মধ্যদিয়ে নতুন বছরকে বরণ করে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

নিজ শহরে চারদিন কাটালেন রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার কৃতি সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চারদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে নিজ জন্মস্থানে কাটিয়েছেন। তিনি ২৮ মার্চ পাবনা পৌঁছান এবং ৩১ মার্চ পাবনা ত্যাগ করেন। তাঁর সফরসূচিতে ছিল নানা কর্মসূচি। এরমধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান পাবনা প্রেসক্লাবে সতীর্থ সাংবাদিক সহকর্মীসহ বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা আনন্দঘন সময় কাটিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি ২৮ মার্চ সকাল ১১টা ৯ মিনিটে

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

বিশেষ সম্পাদকীয়

যাত্রা হোক সম্প্রীতির পথে

আজ থেকে বাঙালির নতুন বর্ষবরণ ১৪৩৩ শুরু। দিনটি মাসিক জাতীয় ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ'-এর শুভ জন্মদিনও। তিন বছর আগের এইদিনে সম্প্রীতির প্রস্তুতিমূলক সংখ্যাটি বেরিয়েছিল। যদিও বিধি-বিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩-এ।

সম্প্রীতির স্লোগান বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে- 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ'। এ অঙ্গীকারেই যাত্রা এবং এ যাত্রা চলবেও অবিরাম। আজ তৃতীয় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা পর্যন্ত যাত্রা পথের এইদিনে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের পাঠক, লেখক, গ্রাহক, শুভাকাঙ্ক্ষি, বিজ্ঞাপনদাতাসহ সম্প্রীতি পরিবারের সবাইকে।

পহেলা বৈশাখের এই দিনটি দিয়েই বাঙালির আরেকটি বর্ষ যাত্রার শুভ সূচনা হলো। জাতিসত্ত্বার হাজার বছরের লড়াই, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, রক্তক্ষয় এবং বহু বিসর্জনের ভেতর দিয়ে আমরা সত্যিকারভাবে সম্প্রীতির উজ্জ্বল দিগন্তে পৌঁছাতে চেয়েছি। এই যাত্রার মৌলিক প্রাপ্তি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং মহান স্বাধীনতা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উর্বর সময়। কিন্তু অন্ধকারে থাকা পরাজিত শত্রুগোষ্ঠি ক্ষ্যান্ত ছিল না। তারা প্রতিশোধ নিতে মরিয়া ছিল।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিজয়ী জাতির উদাসীনতা আর অলসতার সুযোগ নিয়ে অনবরত হামলে পড়েছে অশুভ শক্তি। ওরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে ধ্বংস করার নীল নকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে। ফলে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। দেশ হতে পারেনি পরিপূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম, শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক। হতে পারেনি স্বপ্নের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু পাবনা জেলা পরিষদ প্রশাসক নিযুক্ত

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা পাবনা জেলা পরিষদের প্রশাসক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। গত ৩১ মার্চ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

এদিন দেশের ১৪ জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে বর্তমান সরকার। এরই অংশ হিসেবে পাবনা জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জ্বালানি লোডিংয়ের সময় পিছিয়েছে

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রূপপুর পরমাণু কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার আশা

■ আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে জ্বালানি লোডিং না হওয়ায় জাতীয় গ্রীডে বিদ্যুৎ সরবরাহের সময়সূচি পিছিয়েছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত নতুন সময়সূচি পাওয়া না গেলেও ধারণা পাওয়া গেছে, আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরের যে কোন সময় জাতীয় গ্রীডে অন্তত ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হতে পারে।

এর আগের সময়সূচি অনুযায়ী, গত ৭ এপ্রিল জ্বালানি লোডিং করার কথা ছিল। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, 'আমরা ৭

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মাটি ও মানুষের সংগ্রামে সম্প্রীতি কে শুভেচ্ছা

DCH TRUST
Dhaka Community Hospital Trust

DHAKA COMMUNITY HOSPITAL TRUST
190/1 BORO MOGHBAZAR, WIRELESS RAIL GATE, DHAKA-1217

ঘোষণা

পহেলা বৈশাখ শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ এবং প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনার দিন উপলক্ষ্যে সম্প্রীতি বাংলাদেশ বর্ধিত কলেবরে ১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ হলো। তবে এজন্য বিক্রয় মূল্য বাড়ানো হয়নি। চলমান মূল্যেই সম্প্রীতি বাংলাদেশ সংগ্রহ করা যাবে। —সম্পাদক

তেলের অভাব ঘুচিয়ে দিলো বৃষ্টি

বোরো চাষে শঙ্কা নেই

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জ্বালানি তেল সংকটকে কেন্দ্র করে সেচের অভাবে এবার বোরো চাষ বিপাকে পড়বে কি-না তা নিয়ে গভীর শঙ্কায় ছিলেন কৃষক এবং কৃষি বিভাগ। কিন্তু প্রকৃতি সহায় হয়েছে। গত মাসের শেষার্ধ থেকে জেলায় জেলায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে এরইমধ্যে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

'অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।'

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

বৈশাখ এবং প্রতাপান্বিত গ্রীষ্ম

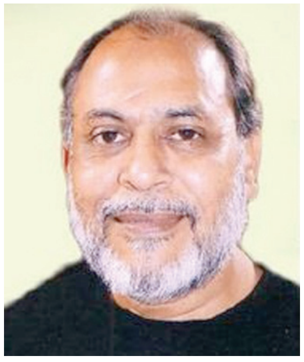

মোসতাফা সতেজ

গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যেও প্রকৃতির একটা লীলা আছে। এই ঋতুতেই শুরু হয় স্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ। আজ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু। শীতোষ্ণ আবহে ঘটে গেল বছর বদল। বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বাংলা তারিখ অনুযায়ী প্রবল প্রতাপান্বিত ঋতু গ্রীষ্ম শুরু। দোকান ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ধোয়া মোছা করেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় মেতে ওঠেন। সোনার দোকানসহ কেউ কেউ হালখাতা করেন। পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে অনেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ। দই-মিষ্টিও ভালই বিকিয়েছে। এদিকে শেষ চৈত্রের সূর্যাস্ত দেখার জন্য বিকেলে অনেকেই শিলাইদহ (কোমরপুর) ঘাটে যান। পদ্মায় সূর্যাস্ত দেখার আশা ছিল তাদের। মেঘের লুকোচুরিতে ঢেকে ছিল সূর্য মামা। পাকশীতেও পর্যাটকদের ঢল নামে।

কয়েক বছর হলো তেমনভাবে প্রাক কালবৈশাখী ঝড় নেই। অথচ সত্তর দশকেও সিংহের মতো গর্জন তুলে গ্রীষ্ম আসতো। বিকেলের আকাশ হয়ে যেত মিশমিশে কালো। আকাশের এক প্রান্ত থেকে ধেয়ে আসতো ঝড়। বর্ষিত হতো শিলা বৃষ্টি। সন্ধ্যার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থামলে আমন্ত্রিতরা বগলে ছাতা নিয়ে হালখাতা করতে যেতেন। পরিশোধ করতেন বকেয়া। সে আবহাওয়া এখন আর নেই। কাল বৈশাখী ঝড় যেন বীর পুত্র গ্রীষ্ম। সে সমুদ্র থেকে মেঘ উড়িয়ে আনে বীরের মতো। দক্ষিণা বাতাস আনে। বাতাসে আর্দ্রতা আনে। বীরপুত্র গ্রীষ্মের সামনে ফল ফলারি, ভূপাতিত করবে গাছ গাছালি-কাঁচা ঘর। গ্রীষ্ম আকাশে আকাশে বজ্র গর্জন জাগায়। মেঘে মেঘে ঘর্ষণ ধ্বনি যেন যোদ্ধাদেরই নিক্ষেপিত ক্লাস্টার বোমা। এক সময় যথারীতি শুরু হয় স্নিগ্ধ ধারা বর্ষণ। ঝড় ও শিলাবৃষ্টি নির্গতের মধ্যদিয়ে বীরপুত্র যেন অনেক দুর থেকে এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসে তাপমাত্রার সঙ্গে। ফিরে যায় মৌসুমী হাওয়ার সঙ্গে। পয়লা বৈশাখে শিশু কিশোরদের মুখে মুখে আগের মতো আর বাজেনা নতুন দিনের বাঁশি। তবে পাবনা শহরের থানা রোডসহ বিভিন্ন উপজেলায় বসে যায় মেলা। দেয়াল থেকে গতকাল সরিয়ে ফেলা হয়েছে পুরনো ক্যালেন্ডার। নতুন বছরের বার্তা নিয়ে বাজারে ছেয়ে গেছে হরেক রকমের পঞ্জিকা। এসময় সাহিত্যের বইয়ের কাটতি কম হলেও দশ টাকা থেকে একশ টাকা দামের পঞ্জিকার কাটতি রমরমা। কলকাতা থেকেও পঞ্জিকা এসে গেছে।

বৈশাখী বাতাসে শুধুই হলকা। চোত মাসের শেষ ২ দিন বাদে কটা রাত গেছে শীতের আমেজে। সুতরাং এ কথা লেখা যায়, পাবনাবাসীর জীবনে গ্রীষ্মকালের দাবদাহ শুরু হয়েছে দিন দুয়েক আগেই। পানির সংকট এখনও দেখা দেয়নি। সবুজ গ্রাম বাংলার হৃদস্পন্দন অনুভব করার এই দিনে চলছে শুভেচ্ছাপত্র বিনিময়। রাগী রোদ্দুরের হাওয়ায় আগের মতো পয়লা বৈশাখে ঝড় উঠে আসে না। তেমনভাবে জমজমাট হয় না হালখাতা। এরইমধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল। কংকালও বেরিয়ে গেছে নদ-নদীর। ফাটল ধরছে মাটিতে। সমুদ্র থেকে কবে মেঘ উড়িয়ে আনবে তার দিন গোনা চলছে হরদম। তৃষ্ণার্ত ফসলের জমি বৈশাখী বর্ষণের ওপর নির্ভরশীল। পাবনায় বনাঞ্চল নেই। ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স বলতে যা বুঝায় তাও নেই। খরা ও বন্যা এ জেলার বছরওয়ারি চিত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ জেলায় ঘনিয়ে তোলে অর্থনৈতিক সংকট। ডাবের দর ঊর্ধ্বগতি। এবারে শীত ও বসন্তকালে অস্বাভাবিক কুয়াশা পড়ায় ডাবের ফলন ভাল হয়নি। দোকানে দোকানে মজুত করা হচ্ছে রকমারী পানীয়। গাছের পাতায় পাতায় দোল খাচ্ছে ঘন সবুজ নবীণ আম। ১০০ টাকা কেজি বিকোচ্ছে কচি আম। নাক ছাবির মত নিম ও মহুয়া ফুলের নরম মিষ্টি গন্ধ ভাসে বাতাসে। দুপুরে কোকিল ও ঘুঘুর ডাক। জাম ফুলও নজর কাড়ে। তাল গাছের কচি মোচার মুখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় চুইয়ে পড়ে তালের স্নিগ্ধরস। সাতবাড়িয়া ও বোথরের মাঠ প্রান্তরের নৈশব্দ ভেঙে কানে আসে ঢাকের দূরাগত ধ্বনি ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং। এ সময় যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন অনার্যের দেবতা মহাদেব। তাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় গাজন।

বৈশাখী বাতাসে শুধুই হলকা। চোত মাসের শেষ ২ দিন বাদে কটা রাত গেছে শীতের আমেজে। সুতরাং এ কথা লেখা যায়, পাবনাবাসীর জীবনে গ্রীষ্মকালের দাবদাহ শুরু হয়েছে দিন দুয়েক আগেই। পানির সংকট এখনও দেখা দেয়নি। সবুজ গ্রাম বাংলার হৃদস্পন্দন অনুভব করার এই দিনে চলছে শুভেচ্ছাপত্র বিনিময়। রাগী রোদ্দুরের হাওয়ায় আগের মতো পয়লা বৈশাখে ঝড় উঠে আসে না। তেমনভাবে জমজমাট হয় না হালখাতা। এরইমধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে খাল-বিল। কংকালও বেরিয়ে গেছে নদ-নদীর। ফাটল ধরছে মাটিতে।

নুন আনতে পান্তা ফুরানোর জীবনের ক্লেশ আর দুর্ভাবনার মেঘ উড়িয়ে দিয়ে কদিনের উৎসবে প্রবল মেতে উঠবে গ্রামের মানুষ। এ সময় চারদিকে বিশুদ্ধ পানির বড় অভাব। গ্রীষ্মের দাবদাহে উৎসব প্রিয় মানুষের খুশির আমেজ দুপুরে ঝিমিয়ে এলেও সন্ধ্যায় জমে ওঠে উৎসবের মৌতাত। বাঁধন ছাড়া আনন্দে উল্লসিত হবার এই উৎসবে জেলার অনেক লোক বোথরে ও সাতিবাড়িয়ায় ভিড় জমান। আমাদের জীবন থেকে গতকাল খসে গেল আরও একটি বছর।

মোঘল আমলে (১৫২৬-১৭৫৭) এ অঞ্চলে চোত মাসের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথম দিন মুসলমানদের কাছে অনুষ্ঠানের দিন ছিল। ইতিহাস থেকে আরও জানা গেছে- বছরের শেষ দিনে জমিদারি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সারা বছরের হিসেব-নিকেশ শেষ করা হতো। এ দিনটিকে বলা হতো সালতামামি। পরের দিন হতো হালখাতা। এ উৎসব ব্যবসায়ী মহলে এখনও অল্প-বিস্তর বজায় আছে। পাবনায় চৈত মাসের শেষ সপ্তাহে আগের মতো মিষ্টি তৈরির ধুম পড়ে না। খুব বেশি ব্যস্ত হয় না ময়রার দল। চল্লিশের দশকে বেড়ার নাকালিয়া বন্দরে যাদব ময়রা একদল সহযোগী নিয়ে দম ফেলার ফুরসত পেতেন না। সেই ঐতিহ্য ম্লান হয়ে এলেও রেশ থেকে গেছে। শহরের কয়েকটি দোকান সেজে উঠেছে।

ত্রিশ বছর আগেও হালখাতার বর্ণময় কার্ড কেটে শিশুরা চড়কি বানাতো। মাঝখানে ফুটো করে নারিকেলের কাঠি ঢুকিয়ে পাটশোলার ফুটোয় ভরে দৌড়ে বেড়াতো ফুরফুর করে। এখন আর এ দৃশ্য চোখে পড়ে না। হালখাতার দাওয়াতপত্র হয়ে গেছে ফিনফিনে। ফটো কপি করা। অপর দিকে শিশুরাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভর দুপুরে দৌঁড়াতে দম পায় না। পয়লা বৈশাখের ভেতর বাঙালির ঘর গেরস্থালীর ইতিহাস গোঁজা আছে। নতুন প্রজন্মের শিশুরা তা জানে না। গ্রামীণ হাট বাজারের দোকানগুলোয় কলের গান বা মাইক বাজিয়ে, ঝাঁপের নিচে হ্যাজাক ঝুলিয়ে হালখাতার মধুময় দিনের প্রকৃত আবেদন যতখানি ফুটে উঠতো- এখন তার সিকি ভাগও নেই। পয়লা বৈশাখ এখন বিলাসী সমাজ সংসারের মিষ্টি খাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আবহমানকালের ঐতিহ্য। এই ধাক্কাটা প্রথম আসে ১৯৫০ সালে। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে হালখাতার আমেজ ফিকে হয়ে যেতে থাকে। বর্তমানে এই ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বৈশাখ প্রেমীরা।

যাত্রা হোক সম্প্রীতির

প্রথম পৃষ্ঠার পর : সোনার দেশ। পারেনি ইতিহাস এবং ঐতিহ্য রক্ষায় সম্প্রীতির বন্ধনে একাত্ম হতে। এভাবেই চলে গেছে ৫৪ বছর।

অবশেষে আজ, অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত এবং কুৎসিত অধ্যায়কে অসহায়ভাবে অতিক্রম করে নতুন সময়ে এসেছে স্বদেশ। আমাদের বিশ্বাস- চাইলেই বর্তমানটা হতে পারে সকল গ্লানি, কলুষতা এবং ইতিহাসের পরাজিত অশুভকে বিনাশ করার উপযুক্ত সময়। দলীয় রাজনীতিকে দলীয়ভাবে রেখে দেশ ও মানুষের স্বার্থে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মানলেই বড় এবং প্রধান সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সত্যকে অস্বীকার করা, বা না মানার মধ্যে কোন গৌরব নেই। রাজনীতি যাই থাকুক- সত্যটা স্বীকার করে চললেই তৈরি হতে পারে কাঙ্ক্ষিত জাতীয় ঐক্য এবং সম্প্রীতি। দূর হতে পারে সকল বাধা-বিপত্তি। দেশ দাঁড়িয়ে যেতে পারে স্বাধীন, সার্বভৌম, অসাম্প্রদায়িক এবং শোষণ-বৈষম্যমুক্ত স্বপ্নের অধ্যায়ে। এমন ঐক্য এবং সম্প্রীতি বিশ্ব পরিমন্ডলে হতে পারে এক দৃষ্টান্ত, যা ছোট থেকে মহাবড় অপশক্তিকে পর্যন্ত মাথানত করাতে পারে। সুতরাং হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, হীনস্বার্থোদ্ধার নয়- গণমানুষ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে হোক পথ চলা। এখনও সময় আছে। একে হেলায় হারানো উচিত হবে না। এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সবার যাত্রা হোক সম্প্রীতির পথে।

বোরো চাষে শঙ্কা

প্রথম পৃষ্ঠার পর : অনেকটা ঘুচে গেছে পানি সেচ নিয়ে দুশ্চিন্তা। জ্বালানি তেলের অভাব নিয়ে এখন তেমন একটা মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। কৃষকরা বলছেন, জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকায় ভূগর্ভস্থ পানি তোলার প্রয়োজন কমে গেছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরও জানিয়েছে, সারাদেশে বিভিন্ন সময় ভাল রকম বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'বৃষ্টিপাত বোরো ধান চাষের জন্য উপকারী হয়েছে, বিশেষ করে চলমান ডিজেল সংকটের মধ্যে সেচের সমস্যা কমাতে সহায়তা করেছে। সামগ্রিকভাবে আবহাওয়ার প্রভাব কৃষকদের জন্য ইতিবাচকই রয়েছে।' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আতাউর রহমান বলেছেন, 'বৃষ্টিপাত বোরো ধানসহ মৌসুমি সবজির জন্যও বেশ উপকার বয়ে এনেছে। বৃষ্টিতে টমেটো, বেগুন ও শিমসহ বেশিরভাগ সবজিরও তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।' তিনি উল্লেখ করেছেন,'এই সময়ে মাঝারি বৃষ্টিপাত আগাম খরিফ মৌসুমের ফসল চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করতে মাটির আর্দ্রতা বাড়াতে সাহায্য করছে। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে সমস্যা হতে পারে।' কৃষকদের ভাষ্য অনুযায়ী, এবার বোরোর উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু না ঘটলে এ মৌসুমে বোরোর আবাদ রেকর্ড করতে পারে।

দুধের মুখোশ!

শেষের পৃষ্ঠার পর : কেড়ে নেওয়ার মত করে কিনে নিচ্ছিলেন দুধ। এদিকে হাটে বসা বিক্রেতাদের মধ্যেও অন্যরকম দম্ভ দেখা দিয়েছিল। অবস্থা বুঝে তারা দফায় দফায় বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন দাম। তাতে তেমন বাদ-প্রতিবাদের মুখে পড়তে হচ্ছিল না। কারণ ক্রেতারা দুধ কিনতে পারাটাকেই 'সার্থক হওয়া' বলে মনে করছিলেন। যে কারণে রাস্তা-পথে যেমন দুধ মুহূর্তেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, আবার যারা হাটে আসতে পেরেছিলেন- তাদের দুধও দেখতে না দেখতেই শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এমন খবর দুধ ব্যবসায়ীদের বেশ উন্মত্ত করে তুলছিল। তাদের কেও কেও নতুন করে বিক্রির জন্য দুধ নিয়ে আসতে গ্রামের দিকে ছুটছিলেন। কেউ-বা কাছে থাকা দুধ অনেক বেশি দাম হাকিয়ে নাছোর বান্দারমত ক্রেতাদের পাত্তা না দেওয়ার অবস্থায় ছিলেন। হাটবাজারের ইজারা নেওয়া বয়স্ক এক ব্যক্তি সবকিছুর তদারকি করছিলেন। ভোর থেকে দুপুরের আগ পর্যন্ত এই কান্ডই চলছিল। কিন্তু টানা সময় এই রমরমা অবস্থা থাকেনি। কারণ খবর আসতে থাকে- এ আসল দুধ নয়। তখনই ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যা কমতে থাকে।

ঠিক বেলা ১১টার দিকে এক ক্রেতা এসে খোঁজা শুরু করলেন বিক্রেতাকে। ইনি ভোরবেলা চার লিটার দুধ চারশ টাকায় কিনেছিলেন। বিক্রেতা বলেছিল, 'এমন খাঁটি দুধ কোথাও পাবেন না'। তার কথায় সায় জুগিয়েছিল ইজারাদার। কিন্তু ক্রেতা সেই দুধ শহরের বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতেই জমে যাচ্ছিল। বাড়িতে পৌঁছাতেই শক্ত ছানার মত হয়ে যায়। তা থেকে উৎকট গন্ধ বেরুতে থাকে। দুধের কোন গন্ধই মিলছিল না। ক্রেতা বুঝতে পারেন দুধের মুখোশে তিনি অন্যকিছু কিনেছেন। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই দুধের নমুনা নিয়ে অটোরিকশায় করে টেবুনিয়া হাটে পৌঁছান।

তিনি যখন বিক্রেতাকে খুঁজছিলেন, তখন তার অস্তিত্ব ছিল না। বেচা-বিক্রি শেষ করে লাভের অংক নিয়ে তিনি চলে গেছেন। অবশেষে ক্রেতা জেঁকে ধরলেন ইজারাদারকে। আমতা আমতা করে ইজারাদার বললেন, 'আমি কি জানি বাপুরে! রোজ (প্রত্যেক দিন) ওই বেটা আসে, দুধ বেচে চলে যায়। কেও তো কিছু কয়নি (অভিযোগ করেনি)। আমি তাই ভালই মনে করছিলাম।' তারপর তিনি চিৎকার করে বসে থাকা দুধ বিক্রেতাদের উদ্দেশ্য বললেন, 'অ্যাই, তোরা কালকে ওই ব্যাটাক ধরিয়ে দিবি।' তিনি যখন এরকম আরও নানা কিছু বলে হম্বি তম্বি করছিলেন, তখন একে একে দুধ বিক্রেতারা সেখান থেকে সটকে পড়ছিলেন। এইসঙ্গে দু-একজন করে প্রতারিত হওয়া ক্রেতাও খোঁজখুঁজি করতে আসছিলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, এই হাটে যারা দুধ বিক্রি করতে আসেন তাদের বেশিরভাগেরই নিজেদের গরু নেই। তারা স্থানীয় উৎপাদন কেন্দ্রের এজেন্সি থেকে দুধ কিনে কিছু বেশি দামে বিক্রি করতে হাটে আসেন। ভেজাল বা দুধে অন্যকিছু মেশানোর সঙ্গে এঁদের যোগ নেই বললেই চলে। তবে এরা যে জায়গাগুলো থেকে কেনে, সেখানেই রয়েছে আসল কারবার। এইসব জায়গায় প্রশাসনের তরফ থেকে মাঝেমধ্যে অভিযান চালানো হয়েছে। দুধের নামে বিষ বিক্রি করার জন্য অনেককে জরিমানাও করা হয়েছে। কিন্তু বন্ধ হয়নি কারবার। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, পাবনার দুগ্ধ উৎপাদন এলাকা হিসেবে পরিচিত ফরিদপুর ও ভাঙ্গুড়া নকল দুধ তৈরির জোনে পরিণত হয়েছে। এ থেকে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের পর এসব দুধ চলে যাচ্ছে বিভিন্ন বাজারে। জানা গেছে, অল্প পরিমান আসল দুধের সঙ্গে অনেক বেশি পরিমান পানি এবং সাদা আটাসহ বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে নকল দুধ তৈরি করা হয়। দুধের ঘনত্ব বাড়াতে ব্যবহার করা হয় কস্টিক সোডা, চিনি, লবণ, হাইড্রোজ ও সয়াবিন তেল। দুধ তাজা রাখতে মেশানো হয় মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর ফরমালিন। আবার প্রতি মণ ছানার পানিতে দুই কেজি দুধের ননী, লবণ, খাবার সোডা, সামান্য ইউরিয়া ও কৃত্রিম সুগন্ধি মিশিয়েও তৈরি করা হয় এক ধরনের ভেজাল দুধ। এমনকি ফুটন্ত পানিতে স্কিমড মিল্ক পাউডার, বাটার অয়েল এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের মিশ্রণেও তৈরি হচ্ছে নকল দুধ। উৎপাদিত এ দুধ সাধারণ চোখে দেখতে আসল দুধের চেয়েও খানিকটা ঘন এবং উজ্জ্বল সাদা। ফলে মানুষ না জেনে না বুঝে এ দুধে আকৃষ্ট হন।

শুভ বাংলা নববর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর : নেওয়া হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বৈশাখী শোভাযাত্রা, দেশব্যাপী বৈশাখী মেলা, পান্তা-ইলিশ ও ঐতিহ্যবাহী খাওয়ার আয়োজন, ব্যবসায়ীক হালখাতা খোলা, মিষ্টিমুখ করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের লোকসংগীত, নাটক ও নৃত্য পরিবেশন; ঐতিহ্যবাহী লাল-সাদা রঙের পোশাক (শাড়ি ও পাঞ্জাবি) পরে উৎসব করা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠান ও ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ রয়েছে দিনবাপী নানা কর্মসূচি। এ ছাড়াও অঞ্চলে অঞ্চলে হবে আরও নানা উৎসব। যেমন লোকজ মেলা; চিড়া-মুড়ি-খৈ-বাতাসাসহ বিভিন্ন মিষ্টির বৈচিত্রময় সমারোহ সাজিয়ে বৈশাখী মেলার আয়োজন, নৌকা বাইচ, বনভোজন, হাডুডুসহ নানান খেলাধুলা, গরুর দৌড়, ঘোড়া দৌড়, মোরগ লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, বলী খেলা, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, বৈসাবী উৎসব, জলকেলি ইত্যাদি। মূলত: এসব অনুষ্ঠানমালায় আদি-অকৃত্তিম বাঙালিত্বকে ধারণ করাই বৈশাখ উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। এর মধ্যদিয়ে বাঙালি এদিন নিজেকে আবিষ্কার করবে নতুন আঙ্গিকে। পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে অনাগত দিনের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা হবে এদিন।

কাজিরহাট-আরিচা 'কুইক সার্ভিস'

শেষের পৃষ্ঠার পর : উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার দূরত্ব ঘুচিয়ে এ ভোগান্তি লাঘবে ২০১৬ সালে আরিচা-কাজিরহাট রুটে দ্রুতগতির স্পিডবোট সার্ভিস চালু করা হয়। এই সার্ভিস 'কুইক সার্ভিস' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ সার্ভিসের কারণে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টায় পাবনা-ঢাকা যাতায়াত করা যায়।

ভুক্তভোগীরা বলেন, 'ফেরিতে নদী পার হতে দেড় ঘণ্টার বেশি সময় লাগে। লঞ্চে লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা। সেখানে মাত্র ২০ মিনিটেই কুইক সার্ভিসে পারাপার হওয়া যায়। কিন্তু এই সার্ভিস বন্ধ থাকলে কঠিন ভোগান্তি পোহাতে হয়।' বোটমালিক সমিতির সভাপতি রইস উদ্দিন জানান, 'প্রতিদিন কাজিরহাট ও আরিচা প্রান্ত থেকে ১৫টি করে মোট ৩০টি বোট যাত্রী পারাপার করছিল। প্রতি ট্রিপে ২০-২২ লিটার পেট্রোলের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন ৬০০-৬৬০ লিটার তেল লাগে। সেটি এখন মিলছে না। ফলে বোট বন্ধ রাখার পথে পা বাড়াতে হয়েছে।'

বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর : পেয়েছেন পাবনা পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম বিশু। এ বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসকরা পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রসঙ্গত, পাবনা জেলা পষিদের নবনিযুক্ত প্রশাসক জহুরুল ইসলাম বিশু একজন অভিজ্ঞ জনপ্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ এবং মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থ লেখক। তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত পাবনা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়ই পাবনা পৌরসভা প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। এদিকে বীর মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল ইসলাম বিশু পাবনা জেলা পরিষদের প্রশাসক হওয়ায় পাবনার সর্বমহলে আনন্দ-উল্লাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত এবং প্রশংসিত হচ্ছেন। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁকে প্রতিদিনই অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। সবাই প্রত্যাশা করছেন, তিনি নাগরিক সমাজের উন্নয়ন ও সম্প্রীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন।

প্রিয় স্বজন

'সম্প্রীতি'তে আমরা অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে চাই। এ জন্য সবার সক্রিয় অংশ গ্রহণকে আমরা খুবই মূল্যবান বলে মনে করি।
সম্প্রীতি হয়ে উঠুক আপনার মুখপত্র, সম্প্রীতি গড়ে তোলায় অপরিহার্য আপনার ভূমিকাও, 'সম্প্রীতি'র সঙ্গে থাকুন- এটাই আমাদের আন্তরিক কামনা।
সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা–
সম্প্রীতি সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষে-

অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্প্রীতি বাংলাদেশ পর্ষদ

অধ্যাপক আবু রইস, ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক আতাহার আলী, সাকিব লোহানী, জাহিদ হায়দার, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল, শাহনেওয়াজ খান স্বপন, ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক, মোসতাফা সতেজ, আমিরুল ইসলাম রাঙা, আখতারুজ্জামান আখতার, মতিনুল হাসান মতিন, হা-মীম আবদুস সবুর, আঁখিনূর ইসলাম রেমন, কামাল সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ, ডা. রাম দুলাল ভৌমিক, ডা. ফারহানা নীলা, অধ্যাপক মালা মাহবুব, ড. আফরোজা পারভীন, ডা. নূর উজ জামান খোকন, অ্যাডভোকেট মোসফেকা জাহান কণিকা, বৃত্বা রায় দীপা, মধুমিতা মৈত্র, নাজিম উদ্দিন সরদার খোকা, অঞ্জন রায়, খোন্দকার আবদুল বাতেন আলোক।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও
সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শিবজিত নাগ

সম্পাদনা পর্ষদ
আবুল হোসেন খোকন
শ্যামল দত্ত
শুচি সৈয়দ

ফটো সম্পাদক
এস এম গোর্কি

শিল্প নির্দেশক
শিল্পী মোমিন উদ্দীন খালেদ

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মাসুদ রানা
নাজমুস সায়াদ
খালেদ জাবেদ

প্রকাশনা সহযোগী
রনজু হোসেন

সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফ্টের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।

ই-মেইল
sompriti.pabna@gmail.com
ওয়েবসাইট
https://sites.google.com/view/sompriti
ব্লগ
https://sompritibangladesh.blogspot.com
ইউটিউব
https://www.youtube.com/@sompritibd

e-mail : sompriti.pabna@gmail.com
facebook : sompriti.pabna

প্রেসক্লাবে সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় রাষ্ট্রপতি

আড্ডায় ফটোসেশনের একাংশ

বাবা-মার কবর জিয়ারতে রাষ্ট্রপতিসহ তাঁর স্ত্রী, ভাই, ছেলে ও পরিবারের সদস্যরা

পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান

নিজ শহরে চারদিন

প্রথম পৃষ্ঠার পর : পাবনার শহীদ অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে অবতরণ করেন। এ সময় তাঁকে স্বাগত জানান পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক ড. শাহেদ মোস্তফাসহ অন্যান্য কর্মকতারা। সার্কিট হাউজে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

পরদিন ২৯ মার্চ সকালে তিনি কেন্দ্রীয় আরিফপুর গোরস্থানে বাবা-মার কবর জিয়ারত করেন এবং সন্ধ্যায় পাবনা প্রেসক্লাবে যান। তিনি ৩০ মার্চ সকাল ১১টায় সদর উপজেলার ভবানীপুর তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ পরিদর্শন করেন। পরে সন্ধ্যায় শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুপ্পু বিনোদন পার্ক (সাবেক জুবিলী ট্যাঙ্ক) সংলগ্ন নিজ বাসভবনে যান। এদিন রাষ্ট্রপতি পাবনার জেলা ও দায়রা জজের নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ৩১ মার্চ সকালে তিনি হেলিকপ্টারযোগে বঙ্গভবনের উদ্দেশ্যে পাবনা ত্যাগ করেন। এ সময় রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার আ ন ম বজলুর রশিদ, রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি মো. শাহজাহান, জেলা প্রশাসক ড. শাহেদ মোস্তফা, পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতিকে বিদায় জানান।

প্রেসক্লাবে প্রাণবন্ত আড্ডা: ২৯ মার্চ সন্ধ্যা সাতটার দিকে পাবনা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হন রাষ্ট্রপতি। এ সময় তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান প্রেসক্লাব সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, ক্লাবের জীবন সদস্য স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।

পরে ক্লাবের ভিআইপি মিলনায়তনে রাষ্ট্রপতি তাঁর সতীর্থ, পুরানো সহকর্মী সাংবাদিকদের সঙ্গে আড্ডায় মিলিত হন। এ সময় রাষ্ট্রপতি পাবনায় মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ, সাংবাদিকতা জীবন, শৈশবকাল নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু ও সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসি, আনন্দ, খুনসুটিতে মেতে ওঠেন। আড্ডার ফাঁকে রাষ্ট্রপতি সবার সঙ্গে তাঁর প্রিয় খাবার চিড়া ভাজা, সিঙ্গারা, আলুর চপ খান। আড্ডা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতির বাল্যবন্ধু প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ, সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবি, স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক বীর মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু, বীর মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার মাহবুব এলাহী বিশু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তার হোসেন, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান, প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি রুমী খন্দকার, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, সাবেক সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমন, সাবেক সম্পাদক উৎপল মির্জা, ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি ছিফাত রহমান সনম, সহ-সভাপতি এস এম আলাউদ্দিন, সহ-সম্পাদক মোখলেছুর রহমান খান বিপ্লবসহ কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। রাষ্ট্রপতি আড্ডায় প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় কাটান।

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

স্মরণ গদ্য

সমজিৎ পাল ‘আমি তোমার জীবন তরী বাই’

শুচি সৈয়দ

কবি শামসুর রাহমানের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে ‘ছেলেটা পাগল নাকি?’ গত শতকে লেখা সেই কবিতায় ৬০-৭০ দশকের তরুণদের রাজনীতি, সংস্কৃতি, মিছিলে মিটিঙে অংশ নেয়া তরুণদের নিয়ে লেখা। সেই সময়ের তরুণ্য আসলেই ‘পাগল’ ছিল। তাদের মুরুব্বিদের চোখে–অগ্রজদের চোখে–তারা তাদের স্নেহ করতেন, সমীহ করতেন এবং বুঝতে চাইতেন এই ‘পাগল’ ছেলেগুলো কী চায়? কিসের অন্বেষণে বিনিদ্র রজনী কাটায়? পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়। প্রচলিত খেলাধূলা, আনন্দ-ঠাট্টায় কেন অংশ নেয় না–মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বইয়ের পৃষ্ঠায়! কবিতা লেখে–এক কথায় জীবন উচ্ছন্নে নেবার জন্য যা যা করা প্রয়োজন সেইসব কাজে ঘোরের ভেতরে জীবনের মূল্যবান সময় কাটায় নাকি অপচয় করে?

ঠিক এ রকম একটা সময়-বাস্তবতায় আমরা আমাদেরকে পেয়েছিলাম। পাবনার মত এক অনুজ্জ্বল মফস্বল শহরে, শিক্ষাসহ প্রায় সবক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা এক জনপদে। একদল পাগল কিশোর, তরুণ কবিতা লিখে, গান গেয়ে, মিছিল করে–শহরের প্রাণের মধ্যে যারা স্পন্দন জাগাতো। একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি করত, পথে পথে কালো পিচের ওপর আল্পনা আঁকতো, সামরিক শাসন বিরোধী পোস্টার-লিফলেট লিখতো, কার্টুন প্রদর্শনী করতো–কতসব বিচিত্র আইডিয়া যে ছিল এদের মাথায়; বলে শেষ করা কঠিন।

এমন সময়েরই আমরা পরস্পরকে পেয়েছিলাম–সাপ্তাহিক কবিতা পাঠের আসর ‘কবিকণ্ঠে’– কবিতা পড়তে পড়তে, একজনের কবিতা অন্যজনকে শোনাতে, অন্যের কবিতা শুনতে, তার ভালো-মন্দ নিয়ে কথা বলতে বলতে আমরা আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম, ভাই হয়ে উঠেছিলাম, পরস্পর পরস্পরের সহযোদ্ধা হয়ে উঠেছিলাম। এমন পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিলাম যে তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সেই ‘অদ্ভূত পাগলদের’ই একজন সমজিৎ পাল। দেশের এক কৃতী সন্তান ড. সমজিৎ কুমার পাল, দেশ যেমন তাঁকে দিয়েছে কর্মে সম্মান, তিনিও দেশকে দিয়ে গেছেন তাঁর কীর্তিময় জীবন।

তাঁকে নিয়ে দারুণ পাগলামির দিনগুলো নিয়ে যে কথা মনে আসে তা লিখি–মনে আছে ‘সাপ্তাহিক বিবৃতি’র ‘ঈদ সংখ্যা’ বের করব আমরা–আমাদের কম্পোজ কর্মী আবদুল মজিদ এবং বদর উদ্দিন এঁরা তো আছেনই তবুও অতিরিক্ত কম্পোজিটর লাগবে। কে কম্পোজ করবে? নিজেরাই ঠিক করি–সমজিৎ দা এবং আমি। সন্ধ্যায় মজিদ ও বদর ভাই চলে গেলে রাতে আমি এবং সমজিৎ দা বসে যাই ওদের দু’জনের টুলে, টাইপের কেসগুলোর সামনে। আমাদের অবিরাম চা-বিস্কুট এবং আদলের সিঙারা যোগান দেন বিবৃতি’র অন্যতম কর্মী জয়নাল আবেদীন–মাঝে ঢুঁ মেরে যান রতন মৃধা, বিবৃতি’র পাগল প্রকাশক! বিবৃতি’র অফিস তখন পাবনার বিখ্যাত ‘মহিলা বিতান’ গলির বাইবেল রিডিং লাইব্রেরি ছিল যে ভবনে সেই দোতলায়। রাতে শোবার সময় আমরা শিবজিত দা যে টেবিলে বসে সম্পাদকীয় লিখতেন তার উপর ঘুমোতাম, মশা তাড়াতে গায়ে দিতাম ‘দৈনিক বার্তা’ পত্রিকা। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দেশের তখনকার প্রথম শ্রেণির দৈনিক পত্রিকা, তার পাবনা প্রতিনিধি শিবজিত দা, বিবৃতির সম্পাদক। জয়নাল আবেদীন ভাই আমাদের তালা মেরে বাড়ি চলে যেতেন–সকালে এসে তালা খোলার আগেই আমরা আবার যেটুকু পারি কম্পোজ এগিয়ে রাখতাম, যাতে সকালে এসে মজিদ ভাই মেকাপ দিতে পারেন গ্যালি থেকে কম্পোজগুলো নিয়ে। আমাদের কম্পোজ ম্যাটার প্রুফ দেখতে হতো না; কারণ আমরা প্রায় নির্ভুল বানানে কম্পোজ করতে পারতাম। নির্ভুল বাংলা লেখার অভ্যাসটা আমাদের ভেতর বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন আমাদের আরেক পাগল অগ্রজ কবিকণ্ঠ ও বিবৃতি’র প্রথম সম্পাদক শ. ই শিবলী। তখন হয়তো আমাদের কাছেই মনে হতো বানান নিয়ে যেন এটা ছিল তাঁর বাড়াবাড়ি কিন্তু আজ এই প্রবীণ বয়সে পৌঁছে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় চোখ ভিজে যাচ্ছে শিবলী ভাইয়ের কথা স্মরণ হয়ে।

আমরা এইসব ভালোবাসা, পরিশ্রম, সাঁতরে সাঁতরে এসেছিলাম। এরই মধ্যে জীবন-জীবিকা, পড়াশোনা আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু রয়ে গেছে আমাদের সম্পর্কের অন্তঃসলিলা এক অস্তিত্ব। জীবন-জীবিকার টানে মহম্মদ রাশেদ, জাহাঙ্গীর-উল হক, জাহাঙ্গীর আলম মুকুল ভাই, শ্যামল দত্ত, আমি ঢাকায়। পড়াশোনা শেষ করে সমজিৎ দা ঈশ্বরদী, ঠাকুরগাঁ। আবু রইস ভাই কুমিল্লা, আতাহার আলী ভাই রংপুর–এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু আমাদের নাড়ি পোঁতা সাপ্তাহিক বিবৃতি অফিসে। শিবজিত দা, খোকন ভাই, অমল তখন বিবৃতি’র যাত্রা পূর্ণমাত্রায় অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন। বিবৃতি আমাদের প্রাণবায়ুর মতো।

ঢাকার সেই টালমাটাল সময়ে একবার ঈদে পাবনা গেলাম দেখি সমজিৎ দা-ও এসেছেন–খুশির খবর দিলেন ডক্টরেট করার জন্য দুটি অফার পেয়েছেন; একটি ফিলিপাইনের ম্যানিলায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ইরি) থেকে, আরেকটা দিল্লির একটা ইউনিভার্সিটিতে। বললেন, ‘কোথায় যাবো একটা পরামর্শ দাও!’ দ্বিধান্বিত তিনি, সিদ্ধান্ত নিতে। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম, ‘ইরি-তে যান।’ তিনি বললেন, ‘দিল্লি কাছে, প্লাস মাস দুই-তিন পর দেশে এসে মা’কে দেখে যেতে পারবো, সংসারের জন্য কিছুটা অবদান রাখা যাবে আর ফিলিপাইনের ভাষা, দূরত্ব খরচ সাশ্রয় করার অপরচুনিটি কম’–এরকম প্রসঙ্গগুলো। বলাই বাহুল্য সমজিৎ দা ছিলেন অসাধারণ

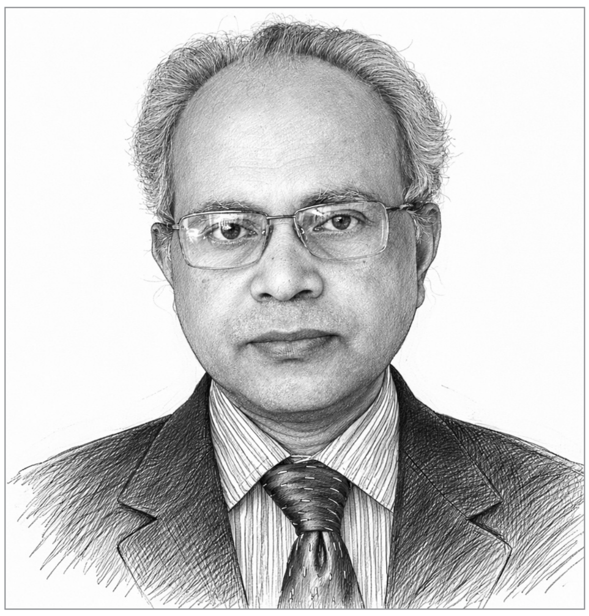

মাতৃভক্ত সন্তান–আমি তাঁকে ঈর্ষা করি এর জন্য। একই রকম শ্রদ্ধা করি শিবজিত দা-কে তাঁর মাসীমা’র প্রতি অবিচল ভক্তির জন্য। কিন্তু আমি খুব রূঢ়ভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করি, বলি, ‘ইরি’র ডিগ্রির গুরুত্ব হবে বিশ্বব্যাপী, আর অন্য কোথাও থেকে ডিগ্রি নিলে তার জন্য আপনাকে পদে পদে সমস্যায় পড়তে হবে। মাসীমার জন্য ওখান থেকে আপনি কাজে লাগবেন স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাচ্ছল্যের।’ সমজিৎ দা আমার যুক্তি গ্রহণ করেছিলেন। ফিলিপাইন থেকে যখন ফিরে এলেন তখন যেন এক অন্য সমজিৎ পাল দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি এবং ভাঙা ভাঙা বাংলায়–ভাবা যায়! আমি খুব খুশি হয়েছিলাম, তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে–অন্যরকম এক ভালোবাসায় নিজেকে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলাম। দেশ এক রত্ন পেয়েছে, এই অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল সেই ভালো লাগা, ভালোবাসায়। সেদিন পাবনা প্রেসক্লাবে শিবলী ভাই এবং হাবিবুর রহমান স্বপন ভাই পাবনা ‘রিপোর্টার্স ইউনিটি’র আয়োজনে আমার ছড়ার বই, রইস ভাইয়ের উপন্যাসের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করে। দুটি বইই ছেপেছিল আমাদের পরম বন্ধু অমল সরকার। সে অনুষ্ঠানে আলোচক ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক কামরুজ্জামান, অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী।

অনুষ্ঠান শেষে পিএইডি সমজিৎ পাল এবং পাগল আমরা আমাদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ফুটপাতের চায়ের দোকানে তুমুল আড্ডায়। চা-ওয়ালা ভাবতেও পারছে না এ সেই সমজিৎ নয়, যেন চিরচেনা সেই সমজিৎই ‘পাবনার ছাওয়াল!’ এই শব্দ দু’টি খুব ব্যবহার করতেন দেশের বরেণ্য কথা সাহিত্যিক রশীদ হায়দার এবং কবি শ. ই শিবলী।

২.

সেদিন ফোন করে বন্ধু মতিনুল হাসান মতিন বলছে, ‘চল, কিছু একটা করি; আমরা কি সমজিৎ দা-কে ভুলে যাব? মরে গেলে কাউকে মনে রাখবো না?’ সমজিৎ দা’র অকাল প্রয়াণের পর প্রথম স্মরণ সভার প্রায় সিংহভাগ আয়োজন করেছিল মতিন। দ্বিতীয় স্মরণ সভারও। কিন্তু ও কোনো স্মৃতিচারণ করেনি–আমি জানি ওর সঙ্গে সমজিৎ দা’র আরো বিচিত্র স্মৃতি রয়েছে–আবৃত্তি সংসদ, গণশিল্পী এসব নিয়ে। আশ্চর্য লাগছে, সব আয়োজন করেও ও নিজে কিছু লেখেনি সমজিৎ দা’কে নিয়ে, কিছু বলেওনি স্মরণ সভায়। আরও আশ্চর্য বিষয় যে ও সমজিৎ দা’র পাঁচটি বই ছেপেছে ওর ‘সুন্দরম প্রকাশনা’ থেকে! ওকে তো আমার এক ‘অদম্য পাগল’ বলে মনে হচ্ছে এই লেখা লিখতে বসে। মতিনের নীরবতা আশ্চর্যজনক নীরবতা–এও কি আমাদের আরেক ধরনের পাগলামির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ? আমি ঠিক জানি না, বুঝতে পারছি না!

৩.

যে কোন শোকসভা একটা ভাবগম্ভীর আনুষ্ঠানিকতা–সমজিৎ দা’কে নিয়ে প্রথম শোকসভা তেমনটা ছিল না; ছিল স্বজনকে সতত স্মরণের আবরণে জড়িয়ে রাখা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত করে। পাবনা থেকে ঢাকায় এলেন শিবজিত দা, কণিকা আপা। তখন আবু হেনা মোস্তফা কামাল লী–দেশের ৪ নম্বর ব্যক্তি, তাঁর ব্যস্ততার সীমা-পরিসীমা নেই সে সময় দেশের প্রতিরক্ষা সচিব তিনি। এবং আমাদের মত সব আম-পাগল। শোকসভার সভাপতি শিবজিত দা, উপস্থাপনায় দায়িত্ব শ্যামল দা’র, আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে মগ্ন। শিবজিত দা যে কোনো সভায় যথার্থ বক্তা শাবলীল, সচ্ছন্দ এবং আমার মূল্যায়নে খুবই প্রয়োজনীয় পরিমিত বক্তা। যা বলেন, তা অনেকের কাছে দীর্ঘ মনে হয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয় প্রয়োজনীয়। শোকসভার বক্তব্য শুরু করে সেদিন শিবজিত দা আর থামছেনই না–আমি দাদাকে থামাতে শ্যামল দা’কে ইঙ্গিত করছি মিনিট পনেরো–শ্যামল দা পাশে বসে থামাতে পারছেন না। কারণ দাদা যা বলছেন, তা যেন আমাদের নিয়ে তাঁর অন্তরের নিভৃতে জমা থাকা অনুভূতির বরফ গলা জল। শেষে তাঁকে থামাতে উপস্থাপনার মাইক্রোফোন নিতে হল আমার, পর পর দুইবার। সেদিন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম শিবজিত দা-কে নিয়ে। আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, তাঁর সম্পাদিত ‘সাপ্তাহিক সময়’-এ একবার ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ স্মরণে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বকে বোঝাতে–‘মায়ের মত হৃদয়বান’ শিরনামে। বিদ্যাসাগর যিনি তাঁর জাতিকে মায়ের হৃদয় দিয়ে পরিচর্যা করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিটি সম্ভাবনার নেপথ্যে এক নিরীহ মা দাঁড়িয়ে থাকেন যিনি গড়েন তার সন্তানদের।

আমরা পাবনা শহরে যারা শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি রাজনীতি চর্চার মধ্যে বেড়ে উঠেছি তাদের নেপথ্যে মায়ের মত হৃদয়বান শিবজিত নাগের অবদান রয়েছে; সমজিৎ পালের শোকসভায়, তাঁর সেই হৃদয় বাঁধ ভেঙে প্রবাহিত হয়েছিল হঠাৎ।

আমাদের প্রতি শিবজিত দা-র ভালোবাসাটা কেমন সেটা উপলব্ধি করে এইসব পাগলামিতেই অবগাহন করে আমরা একটা ভালোবাসার জীবন পার করে দিলাম। যেন কবিগুরুর সেই গানের মত–

মেঘ বলেছে ‘যাব যাব, রাত বলেছে ‘যাই’
সাগর বলে ‘কূল মিলেছে–আমি তো আর নাই
দুঃখ বলে ‘রইনু চুপে, তাঁহার পায়ের চিহ্ন রূপে
আমি বলে ‘মিলাই আমি আর কিছু না চাই’!
ভুবন বলে ‘তোমার তরে আছে বরণমালা’,
গগন বলে ‘তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা’।
প্রেম বলে যে ‘যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে’
মরণ বলে ‘আমি তোমার জীবনতরী বাই’॥

ড. সমজিৎ পালের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাজধানীর একটি হোটেলে স্মরণানুষ্ঠান –ফাইল ফটো

গল্প

মেয়েটি সৈনিক হতে এসেছিলো

আখতার জামান

প্রথম দিন

চায়ের দোকানে নড়বড়ে এক ব্রেঞ্চে স্থির হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। তার হাতে একটা বেতের লাঠি যার উপর ঝুঁকে থাকা শরীরের খানিকটা ভর ঢেলে দিয়েছেন। চায়ের দোকানটি একটা প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছের শরীর ঘেঁষে কয়েকটি বাঁশ আর টিনের অস্থি মজ্জায় তৈরী। দোকানীর বয়স আমার সমান হবে হয়ত; তার মাথার চুল অর্ধেক পাকা; কাঠের চুলার আগুনে মুখের এক পাশ লালাভ দেখাচ্ছে। আমার চুলে কলপ মাখানো, এ কারণে মিচমিচে কালো। সকাল থেকে পর পর তিন কাপ চা খেলাম এবং এরই মধ্যে ব্যবসায়িক সূত্রে চায়ের দোকানীর সঙ্গে আমার খানিকটা সদ্‌ভাব গড়ে উঠেছে। আমি বেশ বাড়িয়েচড়িয়ে নিজের পরিচয়টা দিয়েছি। চায়ের দোকানী ইসমাইল শেখ বুঝতে পেরেছেন কিনা কে জানে! সরকারি চাকরি করি- এটাতেই তিনি সম্মানের চোখে দেখছেন।

বললেন, স্যার, সরকারি চাকরি উপরে আর কিছু নাই। খালি টাহা আর টাহা!

তার এ কথায় কিছুটা বিরক্ত হলাম। বেঞ্চের উপর বসে থাকা ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে বসলাম। জায়গাটা ইসমাইল শেখের টং থেকে খানিকটা দূরে। বেঞ্চের সামনে মুখোমুখি আরো একটা বেঞ্চ ফাঁকা পড়ে আছে। কাছে এসে বুঝতে পারলাম ভদ্রলোকের শরীর সামান্য কাঁপছে। লাঠিতে ভর দেয়া হাতের আঙুলও। অতিরিক্ত বয়সের কারণে হতে পারে।

আমি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, মুরুব্বি, বাড়ি কোথায়?

তিনি মাথা কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, রংপুর! আপনি?

বললাম, পাবনা!

তার চোখের উপর ভারি কাচের চশমা। চোখে মুখে ক্লান্তির লেশ মাত্র নেই। অথচ তিনিও সকাল ন'টা থেকে এই ব্রেঞ্চে বসে আছেন।

আমাদের সামনে একটা বিশাল মাঠ। মাঠের ওপারে উঁচু প্রাচীর দেয়া ব্যারাক। ওখানে অনেক মানুষের জটলা ছিলো, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড় কমে যাচ্ছে। বিশাল আকৃতির গেটের সামনে সৈনিকের পোশাকে দুইজন লোক রোবটের মতো দাঁড়িয়ে আছে, তাদের নড়চড় এতো দূর থেকে চোখে পড়ছে না। পকেট গেট দিয়ে মানুষ আসা-যাওয়া করছে। উঁচু প্রাচীরের ওপাশের ব্যারাকের ভেতর সৈনিক পদে নিয়োগ হচ্ছে। আজ স্বাস্থ্য পরীক্ষা। দূর-দূরান্ত থেকে আঠারো বছরের মেয়েরা এসেছে চাকরির প্রত্যাশায়, সঙ্গে তাদের অভিভাবক। আমিও এসেছি আমার ভাতিজিকে সঙ্গে নিয়ে। ভাতিজিকে ব্যারাকের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে এখানে বসে অপেক্ষা করছি। চা পান করছি, গল্প করছি। সময় ফুরাচ্ছে না। গল্প গুজব করে সময় কাটানোর জন্য বৃদ্ধ লোকটির কাছে আসা।

-আপনি কী করেন?

আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বেশ আগ্রহ নিয়ে উত্তর দিলেন, একটা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। এখন অবসর। কিছুই করি না। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, কিছু করি না তা না, পড়াই। দুই একজনকে প্রাইভেট পড়াই। সময় কাটানোর একটা বড় উপায় হলো গল্প করা। কাজেই আমার গল্প করার আগ্রহ বেড়ে গেল। বললাম, স্যার আপনি কোন সাবজেক্টের?

তিনি বললেন, বাংলা!

ভালো ভালো। শিক্ষকসুলভ শব্দ প্রয়োগের তাগিদে বললাম, ভালো সাবজেক্ট! তিনি হাসলেন। আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, আপনি কোন সাবজেক্ট ?

বললাম, কেমিস্ট্রি!

অশ্বথ গাছের ডালে দুটি ফিঙে পাখি বসে আছে। বেশ সুন্দর দেখতে। লম্বা লেজ ঝুলে আছে। ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন মাঠ বরাবর। সেখানে রোদ ঢেলে পড়ছে। রোদে পোড়া মাঠটিকে দেখতে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। মাঠের ওপারে কিছু মানুষ এখনো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে নিঃসঙ্গতার ঘণ্টা কাঁপিয়ে জলপাই রঙের জিপ বেরিয়ে আসছে, যাচ্ছে।

আমার ভাতিজি উঁচু দেয়ালের ওপাশে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। সে সৈনিক হতে চায়। পড়ালেখায় খুব বেশি সুবিধা করতে পারছে না। ওর বাবা নেই। আমাদের পৈত্রিক ভিটায় ওরা থাকে। আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করি, যা দিয়ে কোনো রকম চলে যাচ্ছে। ভাতিজির নাম তিতলি। তিতলি যখন সৈনিক পদে দরখাস্ত পাঠালো তখন আমি ভেতরে ভেতরে বেশ খুশি হলাম। একটা চাকরি হলে সবার জন্যই ভালো।

আমি যেভাবে তাকিয়ে আছি আমার সামনে বসে থাকা ভদ্রলোকটিও ওভাবে তাকিয়ে আছেন। বললাম, আপনার কে এসেছে?

তিনি বললেন, আমার বড় মেয়ে নিলুফা ইয়াসমিন।

আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন?

আমার তিন মেয়ে। নিলুফা বড় মেয়ে। ও বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে। ইন্টারমেডিয়েট। ভালো ছাত্রী। ওর ইচ্ছে ছিলো ডাক্তারি পড়ার।

আলোচনার ইস্যু পেয়ে দ্রুত বললাম, তাহলে এতো নিম্ন পোস্টে দরখাস্ত করালেন কেন?

লোকটি স্মিত হাসলেন। তারপর ধীরস্থির কণ্ঠে বললেন, অভাব! আমাদের সংসারে অভাব নামের একটা দানব আছে। মেডিক্যাল পড়ার অনেক খরচ। এখনতো কলেজে তেমন ক্লাশ হয় না। প্রাইভেট পড়ে শিখতে হয়। অনেক খরচ। আমার ছোট দুই মেয়েরও স্কুল আছে। বইপুস্তক খাতা কলম কত কিছু লাগে!

লোকটি কত সহজ করেই না একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যার কথা বলে যাচ্ছেন।

তিনি বললেন, আমার যা চাকরি ছিলো, বেতন হয়–হয় না! সারা জীবন মাস্টারি করে কোনো রকম চলেছে। অবসরকালীনেও যে সংসার মানুষকে অবসর দেবে না–এই হিসাব সাহিত্যের ছাত্র বলে বুঝতেও পারিনি। এখন তাই বাড়িবাড়ি গিয়ে ছাত্র-ছাত্রী পড়াই। খুব সামান্য কিছু আসে। এ দিয়ে কি সংসার চলে?

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ভেঙে পড়ল তার বুক থেকে। বললেন, নিলুফা কিছু একটা করতে চায়!

অশ্বথ গাছের পাতা গুলো বট গাছের পাতার মতোই। ঘন। শাখা–প্রশাখায় থোকা থোকা অন্ধকার।

তিতলিও কিছু একটা করতে চায়। ওকে গ্রামের বাড়ি থেকে শহরে- অর্থাৎ আমার ফ্লাট বাড়িতে নিয়ে এলে ওর জন্য ভালো হতো। কিন্তু সেটাও কি সম্ভব? সংসারে নানা ধরনে জটিলতা থাকে, আমিও কি তার বাইরে? আমার বুক থেকেও সামান্য বাষ্প উপচে বের হলো। সংসার নামের এক কেমিস্ট্রি মাথার মধ্যে ফিশান বিক্রিয়া ঘটিয়ে গেল।

স্যার, এক কাপ চায়ের কথা বলি?

ভদ্রলোক বললেন, না-না! নাহ! আমি চা খুব একটা খাই না। আপনি খান।

বললাম, আমিও খুব একটা অভ্যস্ত না, সময় কাটানোর জন্য আজ ঘন ঘন খাচ্ছি!

লোকটি হাসলেন। বললেন, আপনারা সরকারি কর্মকর্তা চা তো খেতেই হয়।

খানিকটা লজ্জাবোধ হলো। আমরা আসলে না শিক্ষক না অফিসার। আমাদের এই ক্যাডারে কেউ কেউ শিক্ষক আবার কেউ কেউ কর্মকর্তাও। বনসাই ধরনের। দ্রুত বললাম, না, স্যার; আমিও আপনার মতোই শিক্ষক। আমার ঘরেও অভাব। শহরে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি; অনেক খরচ। কেমিস্ট্রির স্যার বলে কিছু ছাত্র পড়াই। এটাই আমার বাড়তি ইনকাম। চুরি করে কিছু একটা করার সুযোগও নেই; আমার আবার চুরি করার ক্ষমতাও নেই!

লোকটা মাঠ থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমার বয়স মাপার চেষ্টা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চামড়াতেও ভাঁজ। তার স্নেহ মাখা দৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করলো।

বললাম, স্যার আজতো সারাদিন লেগে যাবে!

তিনি বললেন, লাগুক, তবুও যেন ওর সিলেকশনটা হয়!

আমরা দুজনে তাকিয়ে আছি উঁচু দেয়ালের ওদিকে। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। যারা মেডিক্যাল টেস্টে আনফিট তারা বেরিয়ে আসছে। নিলুফা বা তিতলি আসছে না। এই না আসাটাই আনন্দের। আমাদের অপেক্ষার সূতো দীর্ঘ হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা বিশাল মাঠের মধ্যে ক্রমাগত হেঁটে যাচ্ছি আর পেছনে ফেলে যাচ্ছি সূতো। বৃদ্ধ লোকটি শূন্য মাঠের দিকে চোখ ফেলে রইলেন, আর আমি মোবাইলে নানা জনের সঙ্গে কথা বলে বেশ খানিকটা সময় পার করলাম। আবার সেই শূন্যতা! অন্যান্য অভিভাবকের মধ্যে অনেকেই মোবাইলে গেম খেলছে কিংবা কিছু একটা করছে। অনেকেই আড্ডা দিচ্ছে। আমরা দুজন কেবল নড়বড়ে দুটো বেঞ্চে কখনো মুখোমুখি কখনো পাশাপাশি বসে আছি। এর মধ্যে আমি আরো তিন কাপ চা খেলাম একা একা।

এক সময় রোদের তেজ কমে এলো, মাঠের উপর নরম রোদের প্রলেপ। আমি দেখলাম তিতলি সেই মাঠ মাড়িয়ে আসছে; বৃদ্ধ লোকটি দেখলেন নিলুফা আসছে। দুই জনেই হাসি মাখা মুখ। রোদের মতোই সোনা মোড়ানো।

দ্বিতীয় দিন

সালাম দিয়ে আমি তার পাশে বসলাম। তিনি বেশ খুশি হয়ে বললেন, প্রফেসর সাহেব, ভালো আছেন? ভালো আছি স্যার, আপনি? বললেন, জ্বী ভালো! আজতো রিটেন পরীক্ষা। দোয়া করবেন-আমার মেয়েটার জন্য! ও খুব আশা করে আছে। তারপর একটু ঝুঁকে বললেন, আচ্ছা, নিয়োগ কি ফেয়ার হবে?

আমি বললাম, জ্বী স্যার! এই নিয়োগ ফেয়ার হবে। তারপরও... ঠিক এই শব্দটি বলেই তিনি মাঠের দিকে তাকালেন। বেশ কড়া রোদ পড়েছে। মাঠের ওপাশের বড় গেটের সামনে পাহারায় আছে– খাকি পোশাকের সৈনিক দুইজন। সেখানেও বেশি মানুষজন নেই। দূর থেকে স্কুলের ঘণ্টার ধ্বনি শোনা গেল।

ভদ্রলোককে আমার ভীষণ আপন মনে হচ্ছে। একজন সত্যিকারের শিক্ষক। যার শেষ জীবন কাটছে আশা নিরাশায়। তিনি আস্তে আস্তে করে বললেন, এই চাকরিটা আমার নিলুফার খুব দরকার। আল্লাহ্‌কে খুব করে ডাকছি! দেখা যাক! আমরা দুজন গল্প করছি। তিনি সাহিত্যের মানুষ, সুন্দর করে কথা বলেন। আমি শুনছি রবীন্দ্রনাথের কথা। নজরুল ইসলামের কথা। এক সময় বললেন, এই দেশের রাজনীতিও এমন জটিল যে সেখানে রবীন্দ্রনাথ নজরুল কাউকে ছাড় দেয়া হয় না। মানুষের সাহিত্য পাঠ থেকে রাজনীতির পাঠেই বেশি আনন্দ! আমি বললাম, সারা পৃথিবীতে স্যার সত্যিকারের সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। সব খানেই মানুষ যুদ্ধবাজ শিক্ষিত হয়েছে পড়ালেখার নাম করে!

কথা বলতে বলতে দুপুর হয়ে গেল। তিনিও আজও কিছু খাচ্ছেন না। আমি তাকে টোস্ট বিস্কিট খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলাম। কাজ হলো না। তিনি বললেন, আমার নিলুফা এলে, খাবো!

আজকের পরীক্ষায় টিকে গেলে মেয়েটা খুব খুশি হতো! বললাম, স্যার, চলুন একটু ঘুরে আসি! কাছাকাছি কোথাও যাই! তিনি বললেন। না, ভাই! আমি কোথাও যাব না। মেয়েটা এলে আমাকে খুঁজবে! বললাম, বেশি দূর তো না! এই তো মাঠের ওপাশটা!

তিনি মাথা তুলে দেখতে লাগলেন। ভারী চশমার ফ্রেম। কাঁচ খোলা টাইপের। বললেন, না! আপনি না হয় যান!

আমার ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে। নতুন জায়গা। নতুন পরিবেশ। এই অঞ্চলের মানুষজনেরও মুখের ভাষা আলাদা। তারপরও যাচ্ছি না। নড়বড়ে ব্রেঞ্চের উপর বসে থাকছি, মাঠের দিকে তাকিয়ে আছি। বড় দেয়ালঘেরা ব্যারাকের দিকে তাকিয়ে আছি। কখন তিতলি আসবে তারও প্রতীক্ষায় আছি। এবং বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনছি।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। এক সময় নিলুফা এলো। বৃদ্ধ লোকটিকে তার কন্যা নিলুফা চা দিয়ে টোস্ট বিস্কিট খাওয়ালো। নিচু স্বরে কথা বলতে শুনলাম। তারপর একটা রিকশায় উঠলো বৃদ্ধ লোকটি তার মেয়ের হাত ধরে। তিতলিও এলো। আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। নিলুফাও। বেশ ভালো লাগলো। আগামী কাল আরো একটা পরীক্ষা আছে। উচ্চ পর্যায়ের টিম আসবে, তারাই চূড়ান্ত করবে। সে পরীক্ষায় পাস দিলেই মেয়েটি সৈনিক হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন

অশ্বথ গাছটির ছায়ায় বসে আছি। আমার পাশে বৃদ্ধ লোকটি। আজকেই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। এর পর আর হয়ত কোনোদিন দেখা হবে না। তিনি আমাকে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, প্রফেসর! একটা অনুরোধ রাখবেন!

আমি বললাম, অবশ্যই। বলুন!

আপনাকে এক কাপ চা খাওয়াবো। আপনি আমাদের অতিথি। নিলুফা বলেছিলো। খাবেন? আমি হাসলাম। বললাম, অবশ্যই খাবো, স্যার! তিনি চায়ের কথা বললেন। দুজনই ছোট ছোট চুমুক দিয়ে চা খাচ্ছি। সময় যাচ্ছে। আজও হয়ত সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আমাকে অবশ্যই আজকের রাতের মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

তিনি চা খেতে খেতে বললেন, প্রফেসর, আপনার সঙ্গে ঘুরতে পারলে ভালো লাগতো, কিন্তু কিছু মনে করবেন না। আপনি আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন, আমার উচিৎ ছিলো আপনাকে এখানকার সব কিছু ঘুরেঘুরে দেখানোর! আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, না-না স্যার। ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে আমার খুব ভালো লেগেছে। ভালো সময় কেটেছে। তা ছাড়া শুরুতে আমি অপরিচিত ছিলাম, চট করে একজন অপরিচিত জন কে...

তিনি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, না ভাই! আমার মেয়েটা আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। ও যে কোনো সময় বের হয়ে যদি আমাকে না পায়– তো খুব অস্থির হয়ে যাবে! তাছাড়া ...। খানিক ইতস্তত করে বললেন, এখন চোখে খুব ভালো দেখতে পাই না! চশমার কাঁচটা পাল্টাতে হবে। নিলুফার চাকরিটা হলে হয়ত ...

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মাঠের দিকে তিনি চেয়ে থাকেন অথচ মাঠ দেখতে পান না। একটা আবছায়া আলোর মতো, কুয়াশার মতো, গাঢ় ধূসররঙ দেয়ালের মতো সামনে থাকে!

আমি তার দিকে তাকালাম। মানুষটির শরীর কাঁপছে। তিনি স্থির নন। অথচ তার মুখে একটা প্রশান্তির দীপ্তময় হাসি। শেষ বিকালে যখন ফিরছিলাম, পেছন ফিরে দেখলাম নিলুফাকে। কী চমৎকার মেয়েটি। সোনাঝরা রোদের আলোয় মুখটা চকচক করছে। বাবার হাত ধরে একটা রিকশায় উঠছে। মেয়েটির কাঁধ থেকে একটা মেঘ রঙের ব্যাগ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো ঝুলে আছে।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা।

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

গল্প

অনিশ্চিত

মালা মাহবুব

১.
সারা বাড়ি জুড়ে হুলুস্থুল কান্ড চলছে। যতটা না আনন্দের তার চেয়ে বেশি বিষাদের। সকাল দশটা পার হয়ে গেছে এখনো কেউ নাস্তা করেনি। ওদিকে বাবুর্চি বড় বড় দুই পাতিল খিচুড়ি নামিয়ে এখন দুপুরের রান্না শুরু করেছে। দুপুরে বরযাত্রী আসবে। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়কুটুম, কিন্তু কাল যে আনন্দ ছিলো আজ সবার মুখেই কেমন মলিনতার ছায়া। বিয়ে বাড়ির আনন্দ ঢাকা পরে গেছে বিমর্ষতার মেঘে। কি হবে কি করবে কেউ কিছু ভেবে পাচ্ছে না।
আজ নবনীতার বিয়ে। কাল হলুদ হয়ে গেছে, আর আজ এ কি অনাসৃষ্টি! নবনীতার বাবা গম্ভীরমুখে পায়চারি করছে। বড় চাচা মলিন মুখে বারান্দায় চেয়ারে বসে আছে। নবনীতার মা মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। বড় খালা সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। সবার মুখেই চাপা উৎকণ্ঠা।
নবনীতাদের বাড়ি মফস্বল শহর থেকে একটু ভিতরে। বলতে গেলে গ্রামই বলা চলে। বাসার সামনে দিয়ে পাকা রাস্তা আছে। আর আছে বিদ্যুৎ। এই যা। আর তেমন কোন নাগরিক সুবিধা নাই। শহরের ছোঁয়া কিছু কিছু লেগেছে, তবে পুরোপুরি না। পুকুরের পানি আর টিউবওয়েল-এর পানি, এই নিত্যকার কাজকর্ম ও জীবনযাপনের জন্য ব্যবহার করতে হয়। ছোট্ট মফস্বল শহর থেকে একটু দূরে ওদের বাড়ি। তবে বাড়িটা এমন জায়গায় যেখান থেকে ডান দিকে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলে শহরের শুরু, আর বাম দিকে পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত, বিল, তালগাছ বুকে বট গাছ। বর্ষাকালে বিল যখন পানিতে ভরে যায় তখন বিলের বুকে জোছনা এসে খেলা করে, সে এক অপূর্ব দৃশ্য, আর দুপুরে ছেলেরা ওই বিলের মাঝে দাপাদাপি করে। সেও কম মনোহর নয়।
নবনীতাদের বাড়িটা পুরো দালান নয়, আবার পুরো খড়েরও নয়। চারিদিকে দেয়াল আর উপরে টিনের চাল। চারিদিকে গাছপালা আর বিশাল আঙিনা। ওরা চার ভাইবোন। নবনীতা সবার বড়। এখানকার স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করে শহরের কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেছে। এখন অনার্স ২য় বর্ষে পড়ছে। এরই ভিতর ওর ফুপু ওর জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো। ছেলের বাড়ি জেলা সদরে। ভালো চাকরি করে। ছিমছাম পরিবার। ছেলেরা দুই ভাই এক বোন। আদিত্য সবার বড়। বাবা সরকারি চাকরি করে। খুব উদার মানসিকতার। পাত্রপক্ষ নবনীতাকে এক দেখায় পছন্দ করেছে। আর নবনীতা তো পছন্দ হওয়ার মতোই। লম্বা একহারা গড়ন। নাক চোখ যথেষ্ট সুন্দর। মায়াবী চেহারা। নম্র ভদ্র বলতে যা বোঝায় তাই। ছেলে মেয়ে উভয়ের সম্মতিতেই বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয়েছে। বিয়ের কথা শুরু হয়েছে ছয় মাস আগে, কিন্তু সুবিধাজনক সময়ের অভাবে এতো দিন হয়নি। এবার সবার সঙ্গে আলোচনা করেই বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। সেই মতো চাচা, ফুপু, খালা, মামা আর অন্যান্য আত্মীয় পরিজনে বাড়ি ভর্তি।
গতরাতে মেয়ের হলুদ অনুষ্ঠান হয়েছে। ছেলেদের বাড়ি দূরে হওয়ায় যার যার হলুদ অনুষ্ঠান তারা তাদের মতো করে করেছে। মেয়েরা সবাই পার্পল কালারের শাড়ি পরেছিল আর ছেলেরা মেরুন পাঞ্জাবি। নবনীতাকে আগুন রঙের শাড়িতে খুব মানিয়েছিল। সঙ্গে ফুলের সাজ। হাতে, গলায় ফুলের অলংকার। ওকে অসম্ভব সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল অন্য ভুবন থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। নাচ, গান ভিডিও কত রকম আচার অনুষ্ঠান। হলুদের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে রাত বারোটা, তারপর সবাই ঘুমাতে গেছে। সব কিছু ঠিকঠাক চলছিল, অথচ কি বিপর্যয়। এখন কি হবে? কিভাবে সব ম্যানেজ হবে- চিন্তায় সবাই মুষড়ে পড়েছে। মেয়েটার কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে সবাই চিন্তিত। কি যে হবে সেটা ভাবতে শরীর শিউরে উঠছে।
গত কয়েকদিন ধরেই দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে। মিছিল মিটিং ধরপাকড়, টিয়ার গ্যাস, গোলাগুলি। যেকোনো উপায়ে আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। আর ওদিকে আন্দোলনে যারা নেমেছে তারাও তাদের দাবি আদায়ে ঐক্যবদ্ধ। গত কয়েকদিন আগে আন্দোলনকারীদের একজন গুলিবিদ্ধ হয়। চিকিৎসা চলছিল। কাল রাত বারোটার দিকে ছেলেটা মারা গেছে। আর তারই জন্য আজ ভোর ছয়টা থেকে সারা দেশ জুড়ে ২৪ ঘণ্টার হরতাল। আদিত্যদের বাড়ি ৮০ কিলোমিটার দূরে। আদিত্য মানে নবনীতার যার সঙ্গে বিয়ে। ওরা এখন কিভাবে আসবে এতোদূরের পথ! কোন যোগাযোগও সম্ভব হচ্ছে না। টিভির সামনে বসে আছে মুরুব্বিরা। রাস্তায় যানবাহন নেই। দোকানপাট বন্ধ। হরতালকারীদের দখলে রাজপথ। টিয়ার গ্যাস, ইট পাটকেল ছোড়াছুড়ি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। সব মিলে ভয়াবহ পরিস্থিতি। এর মধ্যে কেউ বের হবার কথা ভাবতেও পারে না।

২.
এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে। আদিত্যদের ওখান থেকে কোন খবর নাই। যদি হরতাল শুরুর আগে রওনা দিতো তাহলে হয়তো সকাল ছয়টার আগে পৌঁছে যেতো। হয়তো ওরাও এই হরতালের খবর জানতে পারে নাই। নবনীতাদের মতো সকালে জেনেছে। এমন হতে পারে রাতে হয়তো আসার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সেটা তো রিস্কি। কয়েকদিন হলো মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ, তাছাড়া ওদের এখানে নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। নর্মালি কানেকশন পেতে বাসার বাইরে যেতে হয়, তাও কথা কেটে কেটে আসে। আর এখন তো সে আশা করাই বৃথা।
নবনীতা চুপচাপ বসে আছে। কি কপাল তার! স্বাভাবিক বিয়ে হবে, তাও এখন কি যে হবে কেউ বলতে পারে না। অপয়ার তকমা লেগে গেল কিনা সেই চিন্তা ওকে ভাবাচ্ছে। সবার সঙ্গে তারও চিন্তা হচ্ছে। কত কি না ভেবেছিল। বাড়ির প্রথম বিয়ে, আয়োজনের কমতি ছিলোনা। গেট সাজানো হয়েছে আগেরদিনের মতো দেবদারু পাতা দিয়ে, তার ফাঁকে ফাঁকে ফুল। আর রাতের জন্য এর মাঝে ছোট ছোট বাল্ব। আঙিনা জুড়ে আল্পনা।
দুপুর গড়িয়ে গেছে, পাড়া প্রতিবেশী এবং দূরের আত্মীয় আর ছোটদের খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। বাবা আর ফুপু ফোন হাতে বসে আছে, যদি কোন খবর পাওয়া যায়। ছোট ভাইটা মাঝে মাঝেই মাঠের মাঝে গিয়ে নেটওয়ার্ক পাওয়ার চেষ্টা করছে। কাল যারা গেট ধরার রিহার্সাল করছিল আজ তারা অবসন্ন। মন খারাপ, এখন শুধু একটাই চাওয়া ওরা যেন আসতে পারে। অন্য মন বলছে কিভাবে আসবে, পথে যদি বিপদ হয়। যদি কোন অঘটন ঘটে। এভাবে বাধা পরেছে আর যদি বিয়ে না হয়। পাত্রপক্ষ বিয়ে ভেঙে দেয়। নবনীতার মতো কোমল স্বভাবের মেয়ে নিজেকে সামলাতে পারবে তো? নানা রকম খারাপ চিন্তা এসে মনের মাঝে ভিড় করছে।
বাবা আর বড় চাচা সবাইকে খেয়ে নিতে বলছেন। আজ হয়তো ওরা আসতে পারবেনা। তাই অযথা অপেক্ষা না করে নীতা সহ সবাই খেয়ে নিক। সব দিক বিবেচনা করে এখন অপেক্ষা ছাড়া তো কোন উপায় নাই। আজ না হয় কাল বিয়ে হবে- আপাতত এই বলে মনকে শান্ত করা।
সবাই আঙিনায় বসে আছে। কি করা হবে বা কি করলে ভালো হয় এই নিয়ে আলোচনা।
এমন সময় দূর থেকে সাইরেনের শব্দ পাওয়া গেল। কিসের সাইরেন? সবাই উদগ্রীব, কান পেতে শোনার চেষ্টা করতে থাকে। আস্তে আস্তে সাইরেনের শব্দ কাছে এগিয়ে আসতে থাকে। তখন বোঝা যায় এম্বুলেন্সের শব্দ। পোঁ পুঁ করে এগিয়ে আসছে। এই ভয়াবহ সময়ে এ পাড়ায় কে আবার অসুস্থ হলো? নীতার বাবা, চাচা সবাই একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলো। শব্দ ওদের বাড়ির দিকেই এগিয়ে আসছে। নীতার মন খারাপ লাগছে, এই ভয়াবহ সময়ে কে অসুস্থ। এ পাড়ার সবাই সবাইকে আপনজনের মতো। একে অপরের আপদে বিপদে এগিয়ে যায়। এম্বুলেন্সটা এদিকেই আসছে। শব্দ ধীরে ধীরে কাছে আসতে থাকে। তারপর থেমে যায়। বাড়ির ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বর আসছে, বর আসছে চিৎকারে নবনীতা দৌড়ে যায় জানালার কাছে। এম্বুলেন্সের দরজা খুলে আদিত্যর বাবা এবং আদিত্যসহ পাঁচজন নেমে আসে।

গল্প

ভালোবাসা একবারই হয়

শ্যামল দত্ত

আবির ল্যাপটপ ওপেন করেছে মাত্র। ঠিক তখনই এলো ফোন।
আবির, কী করছিস?
অফিসে কাজ করছি। তোর আজ স্যুটিং নেই?
স্যুটিং স্পট থেকেই তোকে ফোন করছি। আজ আমার সাথে যার অভিনয় করার কথা ছিল, সে আর এক সিডিউলে ফেঁসে গেছে, তাই–
তাই বলে তুই আমাকে ফাঁসিয়ে দিবি?
কেন, তুই তো অভিনয় করেছিস। কলেজে সেরা অভিনয়ের জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলি।...
নীলা আবিরকে ওর কলেজের সেই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। কলেজে অভিনয়ই ছিল আবিরের ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু কর্মজীবনে আবির হয়েছে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজিং অফিসের ভিজ্যুয়ালাইজার আর নীলা এখন মিডিয়ার ব্যস্ত অভিনেত্রী।
কীরে, আসছিস তো?...

নাটকে নীলার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করতে হয় আবিরকে। খুবই ছোট চরিত্র। অভিনয়ের একটি অংশে স্বামী তার স্ত্রীকে অবহেলা করে চলে যাচ্ছে, আর ঠিক তখনই স্ত্রী স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আমাদের চার বছরের বিবাহিত জীবনে তুমি কি একবারও আমায় ভালোবাসোনি?
সংলাপটা নাটকের, কিন্তু আবিরের মনে হয় এই প্রশ্নটা নীলা ওকেই করেছে। নাটকের ওই মুহূর্তে নীলার সংলাপ শুনে আবিরের চোখ ভিজে ওঠে। আর তখনই নাটকের পরিচালক চিৎকার করে বলেন, ‘কাট’! চমকে ওঠে আবির, ওর খারাপ অভিনয়ের জন্য দৃশ্যটা কেটে বাদ দেবে নাকি? পরিচালক হাসতে-হাসতে এসে বললেন, আপনি তো প্রফেশনাল আর্টিস্টকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন ভাই!
নীলা বলে, আর্টিস্ট সিলেকশনে আমি তাহলে ভুল করিনি নিশ্চয়ই?
সবাই যখন আবিরের অভিনয়ের প্রশংসায় ব্যস্ত, আবির তখনও নাটকের ওই মুহূর্তটির কথা ভাবছে।...

এ রকম হাজার কথা ভাবতে-ভাবতে জীবন থেকে চারটে বছর হারিয়ে গেছে। কিন্তু এই চার বছরে ঘটনা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। স্যুটিংয়ে অনুপস্থিত অভিনেতার ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে আবির অভিনয়ে জড়িয়ে পড়েছে, আর ব্যস্ত অভিনেত্রী নীলা অভিনয় ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাবার নেশায় মেতে উঠেছে দারুণভাবে।...

একটা অদ্ভূত স্বপ্ন দেখে খুব ভোরে আবিরের আজ ঘুম ভাঙে। ভালো করে তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। অনেকে বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। কিন্তু এ রকম একটা স্বপ্নের ভাবনা আবির অনেক আগেই ভেবে রেখেছে। ফুলে-ফুলে সাজানো বাসরঘরে জামদানি শাড়ির ঘোমটার নিচে মুখ লুকিয়ে বসে থাকা নীলা! বরের পোশাকে আবিরও ওর মুখোমুখি। আবির নীলার হাত দু-টো তুলে নেয় হাতে। মেহেদির চমৎকার নকশায় আঁকা নীলার হাত দু-টো ধরে বলে, একবার নয় আমি বার বার তোমাকেই ভালোবাসবো! কলিংবেলের টুংটাং আওয়াজ। দরজা খুলে আবিরের এবার সত্যিই অবাক হওয়ার পালা।
নীলা তুই!
তোকে সারপ্রাইজ দেবো বলে চলে এলাম।
আরে আমিও তো একটা দারুণ কথা শোনাবো বলে তোকে ফোন করবো ভাবছিলাম।
কী কথা?
একটা স্বপ্নের কথা।
কিন্তু আমারটা স্বপ্ন না, সত্যি।
কী সত্যি?
আরে কানাডায় আমার যে কাজিন থাকে, কাল রাতে ওর সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়ে গেলো। ব্যাপারগুলো যে এতো তাড়াতাড়ি ঘটবে ভাবতেও পারিনি, তোকেও জানাতে পারিনি। আরও কি হয়েছে জানিস?
কী?
যার নাম শুনলে আমার অ্যালার্জি হতো, শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেলাম!
কথা বলতে-বলতে নীলা আবিরের হাতে হাত রাখে। নীলার হাতে মেহেদির নকশা আঁকা দেখে চমকে ওঠে আবির। নীলা লজ্জা পেয়ে বলে, এসব মিলার কাণ্ড। আচ্ছা, তুই কাউকে কোনোদিন ভালোবেসেছিস?
কী উত্তর দেবে আবির?

নীলকণ্ঠ পাখির চোখে ঘুম নাই
আবু মহম্মদ রইস

যে ডাক দিয়ে আঁধারে হারায়-
আমি আজো তার পিছে পিছে হাঁটি, নিশি-পাওয়া অন্ধ বালক,
আমার পেখম থেকে খসে গেছে ঝলমলে রোদ, ধবল পালক।
কোনোদিন উড়িবার সাধ ছিল, আজ তার চিহ্নটুকু নাই,
পথে পথে বীজ বুনি চিটা ধান, মৃত চারা,
তাদের সমুখে যাই আমাকে চেনে না যারা,
স্বপ্ন তো মরে গেছে,
আজ তার খোলস বিলাই।

যে পাখি অন্ধকারে খাবি খায়-
একদিন তারো ছিল বিশাল আকাশ
কেউ তা বোঝে না।
ডানায় তুফান ছিল, চোখে ছিল সুদূরের নেশা,
পথ আর পর্বতের সাথে তার ছিল মেলামেশা।
কত শিকারীর বাণে বুক তার জর্জরিত-
কেউ তা খোঁজে না।
জাহাজের হুইসেল, রেলগাড়ির ঝিক ঝিক, রাখালি বাঁশির সুর,
আজো কানে বাজে-
ভাতঘুম ভেঙে গেলে হৃদয়টা পোড়ে মাঝে মাঝে।
চোখে তবু তারা জ্বলে, বুকে জ্বলে তুষের অনল,
চকোরের চোখ দিয়ে প্রতিরাতে পান করি
জোছনার বিষাক্ত গরল।

তবু কেনো মেটে না পিপাসা,
তবু কেনো স্বপ্নজাল বোনা-
নীলকণ্ঠ পাখির চোখে ঘুম নাই, শুধু তারা গোণা,
শেষরাতে টের পাই মাথায় মায়ের হাত,
এবার ঘুমাও জাদু, সোনা।

আনন্দ বৈশাখ
কামাল মাহমুদ

আনন্দ আজ বৈশাখ নামে কড়া নাড়লো সকালের
প্রাণের বাদ্যে বেজে উঠলো বালিকা বঙ্গদেশ
যদিও বেচারা চৈত্রের তেজে ঘেমে-নেয়ে একশেষ
আনন্দ তাকে গান শোনালো
সে গানের কথা আলতায় রাঙা
আনন্দ তাকে গল্প বললো
ঝড়ে গল্পের দুই ডানা ভাঙা
আনন্দ তাকে পরিয়ে দিলো লাল সূর্যের শাড়ি
বালিকা সাজলো ভরা বর্ষার নদীর অধিক নারী
ডাক দিলো তাকে বিকেলের মেলা
দোদুল দোলালো নাগরদোলা
ডাক দিয়ে গেল কালো বাঁশিঅলা...

বালিকা বললো, আনন্দ
তোর ধুলো-খেলা তুলে রাখ
আজ আমার পাশে শান্তসুবোধ দুদন্ড বসে থাক।
আরো ভালো, আয়
এক সানকিতে পান্তায় কাঁচালঙ্কা চটকে খাই...

উপলব্ধি করো
মাকসুদা পুতুল

তুমি কি দেখেছ
একটি গ্রাম?
পুরনো ভিটে বাড়ি!
স্মৃতি ডোরে বাঁধা সময়?
সেখানে সবুজ ধানক্ষেত!
আঁকা বাঁকা আল পথ?
ভাটফুলের অপার সৌন্দর্য!

দেখেছ কি?
হাস্নাহেনার শৌখিনতা,
অশোকের উন্মাদনা!
কোকিলের কুহুতান!
ঘাস ফুলের সেই তারুণ্য?
গোলাপের অভিমানী মুখ!
বকুলের সমর্পণ।
ঝিঙে মাচায় ফিঙে পাখির নাচ!

তুমি কি দেখেছ
ক্ষীণকায়া নদী?
যে কি না ভরা বর্ষায়
উথাল পাথাল যৌবনবতী হয়ে ওঠে।
সেখানে জেলেদের জাল ফেলে
মাছ ধরার দৃশ্য?
রাখালেরা গরু ছেড়ে
উত্তপ্ত গরমে গাছের ছায়ায়
নিরিবিলি বাঁশিতে সুর তোলে।

তুমি কি দেখেছ
সন্ধ্যার প্রাক্কালে?
ঝোপঝাড়ে জোনাকিরা মিটি মিটি
আলো জ্বালে!
ঠিক যেমন ঘরে ঘরে টিমটিমে
মাটির প্রদীপ জ্বলে ওঠে?

তুমি কি দেখনি
খড়ের গাদায় চিৎ হয়ে শুয়ে?
উপরের রাত্রির নীল আকাশের সামিয়ানায়
চাঁদ তারাদের সখ্য?

এসব কিছু যদি না দেখে থাক,
তবে চোখ মেলে মনের অনুভূতিতে
উপলব্ধি করো।

দুঃখজননী
জাহিদ হায়দার

ছাড়ে না হাত দুঃখজননী,
খানাখন্দে যদি পড়ে যাই।

গর্তরূপ সামাজিকরীতি,
আরোপছবি হতচেতনের।

'লাগছে খিদে', বলেছি যখন;
'সবুর কর, আসছে খাবার।'

অতি দীর্ঘ সবুরের পথ,
গন্তব্যের দেশদিশা নেই।

'হাঁটতে থাক, দাঁড়ালেই তুই
পেছনে পড়া দুঃখী মানুষ।'

হাঁটছি দুজন, রাত্রি কুড়াই।
সলক খোঁজে জননী আমার।

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

ভয়াবহভাবে হাম ছড়িয়ে

শেষের পৃষ্ঠার পর : শিশুকে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ছয় মাস থেকে ১০ বছর বয়সি শিশুরা এই বিশেষ ক্যাম্পেইনের আওতায় টিকা পাবে।

এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার কারণ এবং সতর্কতার বিষয়ে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাম শ্বাসনালীর রোগ। এটা জীবাণু বাহিত, তবে এই হাম কোভিডের চেয়েও বেশি ছোঁয়াছে। এই রোগ হাসি-কাশির মাধ্যমে ছড়াচ্ছে। তাঁরা আরও জানান, হাম বিশ্বের সবচেয়ে সংক্রামক ভাইরাল সংক্রমণগুলোর মধ্যে একটি। এই ভাইরাসটি আক্রান্ত ব্যক্তির নাক এবং গলার মিউকাস মেমব্রেনে বাস করে এবং মূলত কাশি, হাঁচি, এমনকি অন্যদের কাছাকাছি শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। একবার বাতাসে ছেড়ে দিলে হামের কণাগুলো পৃষ্ঠের উপর বা বাতাসে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত থাকতে পারে। দূষিত পৃষ্ঠের সঙ্গে স্পর্শ হলে চোখ, নাক বা মুখ ঘষলেই সংক্রমণ হতে পারে।

সূত্র জানায়, কয়েকভাবে হাম ছাড়াচ্ছে। যেমন সংক্রামিত ব্যক্তির সঙ্গে সংযোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বায়ু বা হাচি-কাশি থেকে সংক্রমণ, দরজার হাতল বা আসবাবের মতো দূষিত জিনিসে স্পর্শ এবং তারপর মুখে স্পর্শ থেকে সংক্রমণ ঘটছে। আবার লক্ষণ দেখা দেয়ার আগেই সংক্রামিত ব্যক্তি অজান্তেই ভাইরাসটি নানাভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন। ফুসকুড়ি দেখা দেয়ার ৪ দিন আগে থেকে ৪ দিন পরে পর্যন্ত হাম সংক্রামক। টিকা না নেয়া প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ যদি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেন, তাহলে তাদের হাম হয়ে যাবে। ভাইরাস একবার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে, এটি দ্রুত গলা, ফুসফুস, লিম্ফ নোডের মতো অঞ্চলে বৃদ্ধি পায় এবং পরে চোখ, মূত্রনালী, রক্তনালী এমনকি মস্তিষ্কেও ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত সংস্পর্শে আসার ৯ থেকে ১১ দিন পরে লক্ষণগুলো দেখা দেয়। উচ্চ সংক্রমণ হারের কারণে, হামের প্রাদুর্ভাব (বিশেষ করে কম টিকাদানের আওতাভুক্ত সম্প্রদায়গুলিতে) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ কারণেই এর বিস্তার রোধ করার জন্য টিকাদান এবং প্রাথমিকভাবে আক্রান্তদের আলাদা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হামের লক্ষণ : প্রধান লক্ষণ তীব্র জ্বর (১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত), সর্দি, কাশি, চোখ লাল হওয়া এবং এরপর সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়া। সাধারণত ভাইরাস সংক্রমণের ১০-১৪ দিন পর লক্ষণগুলো দেখা দেয়। এর আগে মুখে, বিশেষ করে গালে, ছোট সাদা দাগ দেখা যেতে পারে। প্রাথমিক লক্ষণ ((প্রথম ৩-৪ দিন) শুষ্ক কাশি, সর্দি, স্বরভঙ্গ অথবা গলায় জ্বালাপোড়া, পানিযুক্ত লাল এবং চুলকানিযুক্ত চোখ, আলোর সংবেদনশীলতা (ফটোফোবিয়া), শরীরে হালকা ব্যথা এবং ক্লান্তি, নীলাভ কেন্দ্রবিশিষ্ট ছোট সাদা দাগ (সাধারণত মুখের ভেতরে গাল এবং গলায়)। পরবর্তী অবস্থায় লালচে-বাদামী ত্বকের ফুসকুড়ি দেখা দেয়া (এটি সাধারণত কানের পেছনে শুরু হয়), তারপর মুখ, ঘাড় এবং শরীরের ওপরের অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সূত্র মতে, ফুসকুড়ি সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফুসকুড়ি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসতে পারে, আবার জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পরও ফিরে আসতে পারে, যা অবস্থা বেশি খারাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে। ফুসকুড়ি দেখা দেয়ার আগে থেকেই হাম অত্যন্ত সংক্রামক অবস্থায় থাকে।

চিকিৎসকরা বলছেন, টিকাদানের ঘাটতি, শিশুদের পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ না পাওয়া, কৃমিনাশক সেবনে অনীহা এবং অপুষ্টিই এ সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

আমিনুল ইসলাম পাবনার

শেষের পৃষ্ঠার পর : হোসেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, ২৯তম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ২০২৩ সালে সিনিয়র সহকারী সচিব থেকে উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। সে সময় তিনি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিবের একান্ত সচিব ছিলেন। আমিনুল ইসলামের পিতার নাম মিরাজ উদ্দীন, তিনি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটী ইউনিয়নের গোদারচালা গ্রামের বাসিন্দা।

আগস্ট-সেপ্টেম্বরে রূপপুর পরমাণু

প্রথম পৃষ্ঠার পর : এপ্রিল ১ নম্বর ইউনিটে জ্বালানি লোডিং শুরুর প্রস্তুতি নিলেও সময়মতো কমিশনিং লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। তাই পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কাজ শুরু করা যায়নি।’ তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিএইআরএ) প্রয়োজনীয় নথিগুলো পর্যালোচনা করছে।’ তিনি বলেন, ‘জ্বালানি লোডিং সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্রের ওপর নির্ভর করে। লাইসেন্স ইস্যু করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সময়সূচি ঠিক করা হবে।’

এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, খুব দ্রুতই বা যে কোন সময় ছাড়পত্র বা কমিশনিং লাইসেন্স মিলবে। কারণ দেশে বিদ্যুতের ব্যাপক ঘাটতি চলছে। তাছাড়া গ্রীষ্মের এই সময়ে বিদ্যুৎ চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। সে কারণে সংকট কাটাতে দ্রুতই রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে গ্রীডে বিদ্যুৎ যুক্ত করার হতে পারে। সে অনুসারে আশা করা হচ্ছে, আগামী আগস্ট-সেপ্টেম্বরের মধ্যে গ্রীডে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হবে।

এদিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রকল্প কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, জ্বালানি লোডিং প্রক্রিয়ায় প্রায় এক মাস সময় লাগে, যার প্রায় দুই মাস পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ‘চেইন রিঅ্যাকশন’ পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়। জ্বালানি লোডিং শুরুর পর থেকে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে অন্তত ১০ থেকে ১১ মাস সময় লাগে। সূত্র আরও জানায়, আগের সময়সূচি অনুযায়ী মন্ত্রণালয় ৭ এপ্রিল জ্বালানি লোডিংয়ের সময় ঠিক করেছিল। সেই সূচি অনুযায়ী, জুলাইয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে অন্তত ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা ছিল এবং ডিসেম্বরের মধ্যে এক হাজার ২০০ মেগাওয়াট পূর্ণ সক্ষমতায় পৌঁছানোর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু জ্বালানি লোডিংয়ে সময় পরিবর্তিত হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়সীমাও স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে গেছে। তবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের (বিএইসি) কর্মকর্তারা বলছেন, ৭ এপ্রিলের সময়সীমা মিস হলেও তারা এ মাসের শেষ নাগাদ জ্বালানি লোডিং শুরুর আশা করছেন।

এছাড়া নাম প্রকাশ না করার শর্তে পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশ যেহেতু প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুর প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে আসছে, যা পরবর্তী ধাপে যাওয়ার সময় সমাধান করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রক সংস্থা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান; নিরাপত্তা প্রোটোকল নিয়ে শতভাগ সন্তুষ্ট হলেই কেবল তারা কমিশনিং লাইসেন্স অনুমোদন দেবে।

এদিকে সরেজমিনে খোঁজ নিয়ে ধারণা পাওয়া গেছে, নানা সংকট মোকাবেলা করে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি উৎপাদন শুরুর দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত দুই ইউনিটের এই পারমাণবিক প্রকল্পের প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছে। এরপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শেষ হয়েছে ইন্সপেকশনের কাজও। এখন অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অনুমোদনের।

ওয়াকেবহাল সূত্রগুলো বলছে, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে পাল্টাপাল্টি আঘাত হানা হচ্ছে জ্বালানি স্থাপনায়। এতে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ নিয়মিত কমছে, বাড়ছে দাম। বাংলাদেশে ৭০ শতাংশের বেশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির উৎস কাতার উৎপাদন বন্ধ রাখতে পারে দীর্ঘ সময়। ফলে গ্যাস-সংকটের ঝুঁকিতে পড়তে পারে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। কাতারের রাস লাফান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ‘ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি’ হওয়ায় শিগগিরই বাংলাদেশে বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও শিল্পকারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সেটা হবে সময়পোযোগী সিদ্ধান্ত।

গুমানী নদীতে হাজারো মানুষের গঙ্গাস্নান

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

প্রতিবারের মত এবারও পাবনার করকোলা (চাটমোহর) গ্রামের গুমানী নদীতে ঐতিহ্যবাহী বারুনীর গঙ্গাস্নান উৎসব হয়েছে। তিন দিনব্যাপী আযোজিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এ উৎসবে প্রতিদিন অংশ নিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। গত ১৮ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত এ স্নানোৎসব হয়।

উৎসবে ঘাট এলাকা জুড়ে বসেছিল মেলা। এতে শোভা পেয়েছে গ্রামীণ পণ্য, খাদ্য এবং রকমারী জিনিসপত্র। এছাড়াও আয়োজনে ছিল কালী পূজা ও কীর্তন মেলা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৬ মার্চ ভোর থেকে শুরু হয় দিনব্যাপী স্নানোৎসব। এ সময় অসংখ্য ভক্ত-পূণ্যার্থীর বাঁধভাঙ্গা ভিড় জমে।

ভক্তদের ভাষ্য অনুযায়ী, চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে এই পূণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হয়। পাপ মুক্ত হওয়া এবং পূণ্য লাভের আশায় হাজার হাজার মানুষ বারনই নদীর পূর্ব সোনাপাতিল শ্মশান ঘাট ও শ্যামনগর ঘাটে ভিড় জমান। অন্য যে কোন স্নানের চেয়ে এখানকার এই স্নানে হাজার গুণ পূণ্য হয় বলে মনে করেন পূণ্যার্থীরা। এই স্নানোৎসবে অংশ নিতে দূরদূরান্ত থেকে আসেন সাধু সন্যাসীরাও। সবকিছু মিলিয়ে উৎসবের তিনদিন গুমানী নদী ঘাট ছিল জমজমাট।

শ্যামনগর মহাশ্মাশান ঘাট পুজা আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, এই উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বিভিন্ন এলাকা থেকে পূর্ণ্যার্থীরা আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এলাকার বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এসেছিলেন।

আয়োজকরা জানান, বারুনীর গঙ্গাস্নান উৎসব পুরনো ঐতিহ্য, কিন্তু এরজন্য এখানে কোন ঘাট নির্মাণ করা হয়নি। যার ফলে বয়স্ক ব্যাক্তিদের অনেক সমস্যার পড়তে হয়। এ কারণে সবারই দাবি, দায়িত্বশীল মহল থেকে এখানে জরুরি ভিত্তিতে ঘাট স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হোক।

বন্ধুসভার অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা পূরণে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব পালন করতে হবে

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে আলোচকরা

■ **সম্প্রীতি প্রতিবেদক**

'বন্ধুসভা মুক্তিযুদ্ধ অলিম্পিয়াড-২০২৬' অনুষ্ঠানের আলোচনায় বীর মুক্তিযোদ্ধারা বলেছেন, একাত্তরে আমরা কিশোর-তরুণ এবং যুবক বয়সীরা জীবনবাজী রেখে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলাম। আমরা সেই যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিলাম। এই দেশ আজ নতুন প্রজন্মের। আমাদের বয়স শেষ হয়ে গেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত সকল প্রত্যাশা পূরণে এই প্রজন্মকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

'মুক্তিযুদ্ধের আলোয় জাগ্রত তারুণ্য' স্লোগানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে গত ২৭ মার্চ পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বন্ধুসভা। পাবনা বন্ধুসভার সভাপতি রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সাবেক সভাপতি নাহিদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা বেবী ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. ইসমত, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সাবেক সভাপতি এ বি এম ফজলুর রহমান, বন্ধুসভার উপদেষ্টা শিক্ষক আবদুল খালেক, প্রথম আলোর পাবনা প্রতিনিধি সরোয়ার মোর্শেদ, অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া ইমাম গাজ্জালী স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে বেবী ইসলাম বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের কাছে ভারী কোনো অস্ত্র ছিল না। তবে মনোবল ছিল। কঠোর মনোবল আর রাইফেল নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছি। পরাস্ত করেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে। এখন দেশ গঠনে নতুন প্রজন্মকে সেই মনোবল নিয়েই মাঠে নামতে হবে। সকল অপশক্তিকে রুখে দিয়ে দেশকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করতে হবে। তবেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।'

আলোচনা পর্ব শুরুর আগে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতায় জেলা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৮২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে ১৩ জনকে বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। এর মধ্যে কলেজ পর্যায়ে শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজের শামীম উদ্দিন প্রথম, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের শাহরিয়ার হোসেন দ্বিতীয় এবং শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজের আতকিয়া ফারজানা, মিতুসি ইসলাম ও সোহানুর রহমান এবং সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের রোজোয়ানুল ইসলাম যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাবনা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের রিফাত খান প্রথম, একই স্কুলের তাজকিয়াতুন মাইশা দ্বিতীয় এবং যৌথভাবে মনোহরপুর ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলিফ হোসেন, পাবনা জেলা স্কুলের মেহযাদ যুবায়েদ, ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তাসফিয়া তাবাচ্ছুম ও আতিকা আলো তৃতীয় হয়েছেন। প্রাথমিকে বিজয়ী হয়েছে ব্র্যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়েশা খাতুন। অনুষ্ঠানের পর বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে উপহার হিসেবে বই তুলে দেওয়া হয়।

গণহত্যা দিবসে কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে আলোচনা

■ **সম্প্রীতি প্রতিবেদক**

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসে পাবনা কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ পাবনা জেলা ইউনিট কমান্ডের আহবায়ক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সামসুল আলম। সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর (অব.) শিবজিত কুমার নাগ। প্রধান অতিথি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে সবাইকে ইতিহাস সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এসময় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোকচিত্র

১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সৌধ দুর্জয় পাবনা'য় জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফাসহ প্রশাসনিক কর্মর্তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ; ২. দুর্জয় পাবনা'য় পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদসহ পুশিল কর্মকর্তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ; ৩. অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা; ৪. দুর্জয় পাবনা'য় বনমালী শিল্পকলা কেন্দ্র থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ; ৫. দুর্জয় পাবনা'য় গণশিল্পী সংস্থা থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ; ৬. সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের পদযাত্রা; ৭. শহীদদের প্রতি উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর শ্রদ্ধা; ৮. মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনটি সংগঠনের পদযাত্রা; ৯ একাত্তরের শহীদদের প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধা

‘অন্তর মম বিকশিত করো/অন্তরতর হে। / নির্মল করো উজ্জ্বল করো, / সুন্দর করো হে। / জাগ্রত করো, উদ্যত করো, / নির্ভয় করো হে। / মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো, / অন্তরতর হে। / যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, / মুক্ত করো হে বন্ধ, / সঞ্চার করো সকল কর্মে/ শান্ত তোমার ছন্দ। / চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, / নন্দিত করো, নন্দিত করো, / নন্দিত করো হে। / অন্তর মম বিকশিত করো/ অন্তরতর হে।’

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

মণ্টুর সংগ্রহশালায় যতো বি স্ম য়...

ঢাকায় বসবাসকীর পাবনার কৃতি সন্তান নাজমুল হক মণ্টু। শুধু দোয়াত-কলমই নয়, তাঁর বিরাট সংগ্রহশালায় রয়েছে বিস্ময় জাগানো সম্ভার। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে দেশের নানা জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে নিজ খরচে সংগ্রহ করেছেন এসব নিদর্শন। তাঁর সংগ্রহে এতোসব স্মারক রয়েছে- যা দেশের বড় জাদুঘরগুলোতেও নেই। যে কারণের তাঁর এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা শুধু ব্যতিক্রমধর্মীই নয়, সংগ্রাহকদের জন্য অনুকরণীয়, অনুশীলনীয়। ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে এবং প্রজন্মকে সচেতন করতে তাঁর এই উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা- রীতিমত অবিস্মরণীয়। নিঃসন্দেহে তিনি এজন্য স্যালুট পাবার যোগ্য। সম্প্রীতি বাংলাদেশ থেকে মণ্টুর সংগ্রহশালার কিছু নিদর্শন এখানে ছবির মাধ্যমে দৃশ্যমান করা হলো।

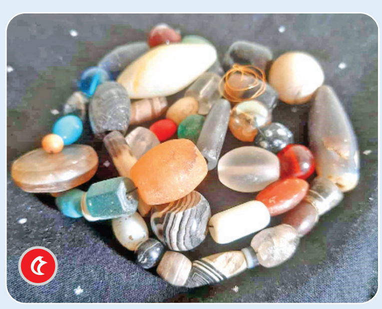

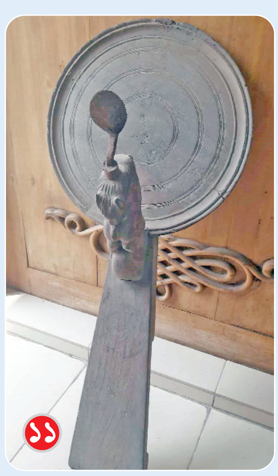

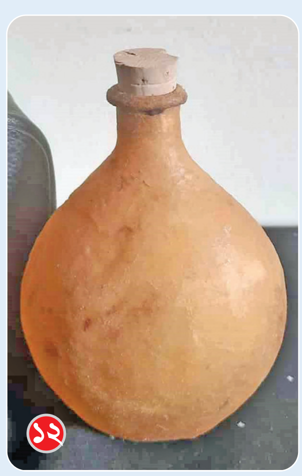

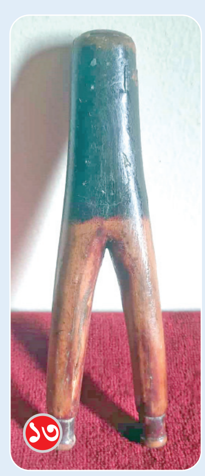

১. বিশ শতকের সুরমাদানি, ঢালাই পিতল, ওজন: ৬৫০ গ্রাম;
২. উনিশ-বিশ শতকের আফতাবা (সুরা পাত্র), জার্মান সিলভার;
৩. আঠার-উনিশ শতকের মাটি ও ব্রোঞ্জের দোয়াত, প্রাপ্তি : পাবনা;
৪. বিশ শতকের এন্টিক্স;
৫. ২৫০০ বছর আগের বিট/পুঁতি, প্রাপ্তি স্থান : চাঁপাইনবাবগঞ্জ;
৬. বিশ শতকের খাসদান;
৭. উনিশ শতকের শামুভার (কয়লার আগুনে চা/ কফি তৈরির পাত্র);
৮. উনিশ শতকের সিরামিক ডাবল প্লেট;
৯. নবাবী আমলের তামার বদনা;
১০. উনিশ শতকের বোতল হোল্ডার;
১১. বিশ শতকের নারকেল কুরুনি;
১২. ভিন্টেজ আতর বোতল;
১৩. ব্রিটিশ আমলের গুলতি

গণমাধ্যমে ‘ফ্যাক্ট চেকিংয়ে’ গুরুত্ব দিলেন তথ্যমন্ত্রী

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন পাবনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার সময় বলেছেন, গণমাধ্যমে কোনো তথ্য প্রচারের আগে তার সত্যতা যাচাই বা ‘ফ্যাক্ট চেকিং’ অপরিহার্য। গত ৩ এপ্রিল রাতে পাবনা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ভুয়া খবর বা ফেক নিউজ নির্মূলে ডিজিটাল রেগুলেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, সরকার একটি প্রাতিষ্ঠানিক ফ্যাক্ট চেকিং কাঠামো তৈরির কাজ করছে। তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যম যদি সঠিক যাচাইকরণ নিশ্চিত করে, তবে সমাজ থেকে গুজব ও মিথ্যা সংবাদ দূর করা সম্ভব হবে।

পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতারের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শিবজিত নাগ, পাবনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট মাসুদ খন্দকার, পাবনা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি এবিএম ফজলুর রহমান, সাবেক সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমন, সাবেক সম্পাদক উৎপল মির্জা, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল মতীন খান, সাংবাদিক আলাউদ্দিন আহমেদ প্রমূখ। এর আগে তথ্যমন্ত্রী পাবনা জিলা স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং সন্ধ্যায় স্বাধীনতা চত্বরে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠন (জাসাস) আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী বইমেলার উদ্বোধন করেন।

মন্দির সংস্কারে অনুদান অনুষ্ঠান

‘সবার উপরে মানুষ সত্য’ এই লক্ষ্যে কাজ করছি

— শিমুল বিশ্বাস

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা-৫ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস বলেছেন, নিজের মাতৃভূমিকে যদি আমরা নিরাপদ করতে পারি, এর চেয়ে উত্তম কোনো কাজ আর হতে পারে না। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, আমাদের সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। আমি মন থেকে এটা চাই, চেষ্টা করি। যখনই যে পরিবর্তন হচ্ছে তখনই আমি সেই চেষ্টা করছি।

গত ২৮ মার্চ বিকেলে পাবনা শহরের জয়কালীবাড়ি মন্দিরে বাসন্তী পূজার বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় ও বিভিন্ন মন্দির সংস্কারে অনুদানের অর্থ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, শুধু ভাল কথা বললেই হবে না, ভাল কাজও করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। মন্দ কাজের কোনো চর্চা লাগে না। মন্দ কাজ হলো সংক্রামক। অটোমেটিকেলি এটা হয়। ভাল কাজকে দৃশ্যমান করতে হবে, লালন পালন করতে হবে। মন্দ কাজকে পরিহার করতে হবে। আমরা যেন সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করতে পারি। তিনি বলেন, উন্নয়নের ছোঁয়া যেন ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষ সবাই পায় সেই চেষ্টাই আমি করবো। পাবনা জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সভাপতি এডভোকেট মলয় কুমার দাস রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক শিবজিত নাগ, বর্তমান সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প মালিক সমিতির মহাসচিব আবুল হোসেন খান রেয়ন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক হিমেল রানা, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, দৈনিক ইছামতি’র বার্তা সম্পাদক আঁখিনুর ইসলাম রেমন, জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর সরকার জিতু, প্রচার সম্পাদক সাগর মজুমদার, জয়কালী বাড়ি মন্দিরের আহ্বায়ক জ্যোতির্ময় মজুমদার গৌরাঙ্গ, যুগ্ম আহবায়ক অচিন্ত ঘোষ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক রবিউল ইসলাম রবি, গোলাম রব্বানী কামনাসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে পাবনা পৌর সদরের ১৫টি মন্দির সংস্কারের জন্য সরকারি অনুদানের ২৬ লাখ ৪০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের দপ্তর সম্পাদক সোমনাথ বাগচী।

বিপুল সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে দায়িত্ব নিলেন জহুরুল ইসলাম বিশু

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনা জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত প্রশাসক যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জহুরুল ইসলাম বিশু বিপুলভাবে নাগরিক সংবর্ধনার মধ্যদিয়ে গত ৫ এপ্রিল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। রাজপথ পরিভ্রণের পর এদিন জেলা পরিষদের রশিদ হলে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, পাবনা-২ আসনের সংসদ সদস্য একেএম সেলিম রেজা হাবিব, জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি আবদুল্লাহ আল মাহমুদ মান্নান মাস্টার, পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর শিবজিত নাগ, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজা সুলতানা, পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সহ-সভাপতি এসএম আলাউদ্দিন, সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মাসুদ খন্দকার, এআর গ্রুপের চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি, আরিফপুর সদর গোরস্তানের সভাপতি গোলাম রব্বানী কামনা, শিমলা স্পেশালাইজড হাসপাতালের চেয়ারম্যান সমাজসেবক রোটারিয়ান আবুল হোসেন, রোটারি ক্লাব অব পাবনা নিউ সিটির পাস্ট প্রেসিডেন্ট উন্নয়ন সংগঠক রোটারিয়ান নুরুন্নবী খান হুমু, জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সভাপতি মোজাম্মেল হক কবির, জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক আবদুস সামাদ খান মণ্টু, রানা গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বিশ্বাস রানাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন জেলা বিএনপির সহ যুগ্ন-আহবায়ক নূর মোহাম্মাদ মাসুম বগা।

অনুকূলচন্দ্রসৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শনে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার হিমায়েতপুরে শ্রী শ্রী অনুকূলচন্দ্রসৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শন করেছেন রাজশাহীস্থ ভারতের সহকারি হাইকমিশনার মনোজ কুমার। গত ২৮ মার্চ দুপুরে এই পরিদর্শনের সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন পাবনা সদর আসনের সংসদ সদস্য এডভোকেট শামছুর রহমান শিমুল বিশ্বাস।

এ সময় পাবনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আখতারুজ্জামান আখতার, সম্পাদক জহুরুল ইসলাম, সাবেক সম্পাদক আঁখিনূর ইসলাম রেমন উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ভারতের সহকারি হাইকমিশনার বলেন, শীঘ্রই ভারত-বাংলাদেশ টুরিস্ট ভিসা চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি ভারতীয় ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে আবেদনকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তাও দেন। বলেন, কেউ ভিসা পাওয়ার জন্য সরকার নির্ধারিত টাকা ছাড়া অন্য কাউকে অতিরিক্ত টাকা দেবেন না। আপনারা নিজেরাই ফরম পূরণ করে নিজেরাই টাকা জমা দেবেন।

শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রাণশঙ্কর দাশের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক ড. নরেশ চন্দ্র মধুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক তাপস চন্দ্র বর্মন। এ সময় সৎসঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চন্দ্র, হিরন্ময় ঘোষ, সুদেব কুমার, বলাই চন্দ্র সাহা, চিত্তরঞ্জন দাশসহ সামাজিক নেতা, সাংবাদিক, আশ্রমকর্মী এবং ভক্তরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে ভারতের সহকারি হাইকমিশনার মনোজ কুমারসহ অতিথিরা সৎসঙ্গ নেতাদের সঙ্গে আশ্রমের বিভিন্ন আঙিনা পরিদর্শন করেন। এরপর ভারতের সহকারি হাইকমিশনার পাবনা শহরের কালাচাঁদপাড়া শ্রী শ্রী মহাদেব মন্দির (শিববাড়ী) পরিদর্শন করেন। মন্দির কমিটির সভাপতি সুদর্শন তালুকদার সহকারি হাইকমিশনারকে স্বাগত জানান।

ফলনে বড় মাপের স্বপ্ন

শেষের পৃষ্ঠার পর : উদ্বেগ আছে। গত মাসের শেষ দিয়ে লিচুর রাজধানী খ্যাত ঈশ্বরদীতে ঘুরে দেখা গিয়েছিল, বাগানগুলোতে কেবল মুকুলেরই মেলা। উপজেলার সাহাপুর গ্রামের চাষি শেখ মেহেদী হাসান ওই সময় বলেন, ‘দশ বছর ধরে লিচু চাষ করছি, কিন্তু এমন ব্যাপক মুকুল আগে কখনও দেখিনি। বড় গাছগুলো থেকে এবার ১০-১২ হাজার লিচু পাবো বলে আশা করছি।’ নওদাপাড়ার কৃষক হাসান আলীও একই কথা বলেন। তার ১০০টি গাছের মধ্যে প্রায় ৮০টিতেই এবার ভরপুর মুকুল এসেছে। লিচু চাষীরা তখনই জানিয়েছিলেন, ফলন ভালো দেখে বাগানগুলোতে ব্যবসায়ীদের ভিড় লেগে গেছে। শিলিমপুর গ্রামের চাষি ও ব্যবসায়ী রাকিবুল ইসলাম জানান, ব্যবসায়ীরা আগাম বাগান কেনার জন্য প্রতিযোগিতা করছেন। জানা গেছে, লিচু গাছ বিক্রি হয় বছরে দুই থেকে তিনবার। প্রথম দফায় গাছে মুকুল আসার পর মুকুল থেকে আনুমানিক উৎপাদনের হিসাব ধরে গাছ বিক্রি হয়। দ্বিতীয় দফায় লিচু গুটি বাঁধলে আনুমানিক উৎপাদন ধরে হিসাব করা হয়। সর্বশেষ বা তৃতীয় দফায় লিচু গাছের আনুমানিক উৎপাদন হিসাব করে লিচু বিক্রি হয়। লিচু ব্যবসায়ীরা জানান, এবছর বাম্পার মুকুল আশায় মুকুল দেখেই গাছ কেনার হিড়িক পড়ে যায়। তারা জানান কোনো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে মোট উৎপাদন ৫০,০০০ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যাবে।

সম্প্রীতি বাংলাদেশ

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ

১২

মঙ্গলবার
১৪ এপ্রিল ২০২৬
১ বৈশাখ ১৪৩৩
২৫ শাওয়াল ১৪৪৭

ভয়াবহভাবে হাম ছড়িয়ে পড়ছে যেসব কারণে

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

দেশের ৫৬ জেলায় ভয়াবহভাবে হাম ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলতি বছরের শুরু থেকেই হামের প্রকোপ শুরু হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে এরই মধ্যে প্রায় একশ ছাড়িয়ে গেছে। এ তালিকায় অন্যদের পাশাপাশি রয়েছে দুধের শিশুরাও।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, গত মাসে রাজশাহীতে সবচেয়ে বেশি শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সারাদেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পাবনাসহ সবজেলাই মৃত্যু শুরু হয়। বিশেষ করে এখন হাসপাতালগুলোতে রোগীর স্থান সংকুলান কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই হাসপাতালগুলোতে আসছে বহু রোগী। ফলে বিশেষ কক্ষ করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পাবনা জেনারেল হাসপাতালেও এভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

হামের মহামারি ঠেকাতে সরকার থেকে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে- সে প্রশ্নে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক হালিমুর রশিদ জানান, ‘হামের রুটিন টিকাদান চলছে। দেশে চলমান হামের সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় এ বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইন হাতে নেওয়া হয়েছে। এখন ৯ মাস বয়সি শিশুরা হামের ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ ও ১৫ মাসের শিশু দ্বিতীয় ডোজ পাচ্ছে।’ তিনি জানান, দেশে হামের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রুটিন টিকাদান কর্মসূচির বাইরে অতিরিক্ত একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাসব্যাপী এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় দুই কোটি

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

সরেজমিন

দুধের মুখোশ!

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ঈদের একদিন আগে। ঘাঁটি গরুর দুধের আশায় বহু মানুষ ভোর থেকে ছুটছিলেন টেবুনিয়ার হাটে (পাবনা)। পশ্চিম-উত্তর কোণায় দল বেঁধে বিক্রেতারা আসেন। তারা প্লাস্টিকের বোতল, মুড়ির টিন, বালতি বা ছোট-বড় মাটির পাতিলে দুধের ভান্ডার নিয়ে বসেন। ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে বিকিকিনি।

ঈদ বলে বিক্রেতাদের বেগ পেতে হচ্ছিল না। এমনকি বিক্রেতাদের মাটিতে বসতেও হচ্ছিল না। দাঁড়িয়ে থাকার উপরই বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। শহর থেকে বহু মানুষ এই দুধ নিতে ভিড় জমাচ্ছিলেন। বেশিরভাগই আসছিলেন অটোরিকশায় চেপে। ‘ঘাঁটি দুধ’- এই বিশ্বাসে অনেকটাই কাড়াকাড়ি করছিলেন কোন কোন ক্রেতা। গ্রামের দিক থেকে হাড়ি-বালতি নিয়ে আসার পথেই ধরে ফেলছিলেন বিক্রেতাদের। দাম-দরের দিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ক্রেতারা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দুধ বিক্রি

ইজারাদার

গত মাসের শেষ দিকে ঈশ্বরদী থেকে ধারণ করা লিচু গাছে মুকুলের দৃশ্য

লিচু বাগানে গুটির উৎসব

ফলনে বড় মাপের স্বপ্ন

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

ব্যাপকভাবে মুকুল আসার পর এখন পাবনা জেলার লিচু বাগানগুলোতে গুটির উৎসব দেখা যাচ্ছে। গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে লিচুর গুটি। জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লিচু উৎপাদন হয় ঈশ্বরদিতে। সেখানে এবার ফলনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন তৈরি হয়েছে।

কৃষি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবার লিচুর উৎপাদন রেকর্ড ভাঙতে পারে। যদি আবহাওয়া শেষ পর্যন্তও ভালো থাকে, তবে চলতি মৌসুমে পাবনায় প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকার লিচু বাণিজ্য হতে পারে। পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছর জেলায় মোট ৪৬২০ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে, যার মধ্যে ৩০০০ হেক্টরের বেশি কেবল ঈশ্বরদীতেই আবাদ হয়েছে।

পাবনার অভিজ্ঞ লিচু চাষি শাহজাহান আলী বাদশা বলেন, পাবনার অর্থনীতিতে লিচু প্রধান ভূমিকা পালন করে। মুকুলের পর গুটির অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এবার বাণিজ্য ৮০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়বে। তবে কালবৈশাখী ঝড়ের আশঙ্কা নিয়ে কৃষকদের মনে কিছুটা

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

জ্বালানি তেলের সংকট

কাজিরহাট-আরিচা ‘কুইক সার্ভিস’ চলাচলে বিপত্তি : জনদুর্ভোগ

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

জ্বালানি তেল সংকটের কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন কাজিরহাট-আরিচা ‘কুইক সার্ভিস’ বা স্পিডবোটে চলাচলকারী যাত্রীরা। এই মাধ্যমে পাবনা-ঢাকা অর্ধেকেরও কম সময়ে যাতায়াত করা যাচ্ছিল। কিন্তু জ্বালানি সংকটের কারণে এ সার্ভিস সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার অবস্থায় রয়েছে।

ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ রাখা হচ্ছে কুইক সার্ভিসের বোটগুলো। আবার দু-একটা কোনভাবে চললেও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। অজুহাত দেওয়া হচ্ছে, সংকটের এই সময় বেশি দামে তেল কেনায় ভাড়া বেশি রাখতে হচ্ছে। সূত্র জানায়, যখন-তখন বোট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই পথে বোট পাওয়া যাবে কিনা- সে ব্যাপারেও নিশ্চিত হওয়ার সুযোগ কম থাকছে। কারণ মূল পথ থেকে এই ঘাট একটু দূরে এবং প্রায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায়- দ্রুত খোঁজ পাওয়া কঠিন। ফলে যাতায়াতে আগাম পরিকল্পনা করতে পারছেন না ভুক্তভোগীরা।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, পেট্রোল সংকটে প্রায়ই বন্ধ থাকছে পাবনার কাজিরহাট ও মানিকগঞ্জের আরিচা নৌপথে দ্রুতগতির স্পিডবোট সার্ভিস। এতে ভোগান্তি বেড়েছে যাত্রীদের। বোটমালিকদের লোকসানের পাশাপাশি কর্ম না থাকায় বিপাকে পড়েছেন চালকরাও।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সড়কপথে পাবনা থেকে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব ৬ ঘণ্টার। যানজটের কবলে পড়লে লাগতে পারে ৮-১২ ঘণ্টা। ঢাকার সঙ্গে পাবনাসহ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ড. শাহেদ মোস্তফা বদলি

আমিনুল ইসলাম পাবনার নতুন জেলা প্রশাসক

■ সম্প্রীতি প্রতিবেদক

পাবনার নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগ দিয়েছেন আমিনুল ইসলাম। তাঁকে গত ১ এপ্রিল নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত জেলা প্রশাসক ছিলেন ড. শাহেদ মোস্তফা। তাঁকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়েছে।

নব নিযুক্ত জেলা প্রশাসক সম্পর্কে গত ১ এপ্রিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব বরমান

এরপর পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি **অধ্যাপক শিবজিত নাগ**। সম্পাদনা পর্ষদ : **আবুল হোসেন খোকন, শ্যামল দত্ত, শুচি সৈয়দ**। সম্পাদক ও প্রকাশক **ইয়াসমিন হোসেন** কর্তৃক রাইয়্যান প্রিন্টার্স, ২৭৭/২এ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, নিউমার্কেট, ঢাকা-১২০৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৯৭১-৮৬৯৮৯৭, ০১৭২৭-২৮২২৮৫। **ই-মেইল :** sompriti.pabna@gmail.com.
ওয়েব : https://sites.google.com/view/sompriti ব্লাগ লিঙ্ক : https://sompritibangladesh.blogspot.com/ ইউটিউব লিঙ্ক : https://www.youtube.com/@sompritibd
পাবনা অফিস : মিডিয়া সেন্টার, ৫ম তলা (লিফটের ৪), হাজী আক্তারুজ্জামান টাওয়ার, আবদুল হামিদ সড়ক, পাবনা।